وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

পূর্ণাঙ্গ হজ গাইড

কুরআন ও সহীহ হাদীসের রেফারেন্সসহ দিনভিত্তিক নিয়ম, দোয়া ও প্রস্তুতি

বাংলাদেশি হজযাত্রীদের জন্য

সংকলন: নভেম্বর ২০২৬ (হজ ১৪৪৮ হিজরি / ২০২৭)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

এই বইটি সম্পর্কে জরুরি কথা

এই গাইডটি কুরআনুল কারীম, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থের দলিলের ভিত্তিতে সংকলিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হজের সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর দীর্ঘ হাদীসে [মুসলিম ১২১৮] পাওয়া যায়; এই বইয়ের বেশিরভাগ ধাপ সেই হাদীসের আলোকে সাজানো। যেখানে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ আছে, সেখানে বাংলাদেশে প্রচলিত **হানাফি মাযহাবের** মত আলাদা বক্সে দেখানো হয়েছে।

⚠ পড়ার আগে অবশ্যই জেনে নিন

১. এটি কোনো ফতোয়া নয়। এটি এআই (Claude) দ্বারা সংকলিত একটি সহায়ক গাইড। হজের প্রশিক্ষণ (সরকারি/এজেন্সির হজ প্রশিক্ষণ) অবশ্যই নিন এবং ভুলত্রুটি হলে দম/কাফফারার বিষয়ে একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের সাথে পরামর্শ করুন।

২. হাদীস নম্বর। বুখারীর নম্বর প্রচলিত আন্তর্জাতিক নম্বরায়ন এবং মুসলিমের নম্বর ফুয়াদ আব্দুল বাকীর নম্বরায়ন অনুযায়ী। বাংলা অনুবাদ সংস্করণে নম্বর ভিন্ন হতে পারে। আমি সতর্ক থেকেছি, তবু কিছু নম্বরে ভুল থাকা অসম্ভব নয়; sunnah.com বা মূল গ্রন্থে মিলিয়ে নিন।

৩. তারিখ ও নিয়মকানুন। ২০২৭ সালের হজের তারিখ ও বাংলাদেশ-সৌদি নিয়মকানুন নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে। হজের চূড়ান্ত তারিখ চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আপনার হজ এজেন্সি ও নুসুক থেকে সর্বশেষ তথ্য নিশ্চিত করুন।

সূচিপত্র

১. হজের পরিচয়, বিধান ও ফজিলত

২. হজের প্রকারভেদ: তামাত্তু, কিরান, ইফরাদ

৩. হজের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত

৪. প্রস্তুতি: হজ ২০২৭ (১৪৪৮ হি.) এর তথ্য, কাগজপত্র ও টিকা

৫. যাত্রার রোডম্যাপ: ঘর থেকে হজ পর্যন্ত

৬. মীকাত ও ইহরাম

৭. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

৮. মক্কায় পৌঁছে উমরাহ (তামাত্তু হজযাত্রীদের জন্য)

৯. হজের পাঁচ দিন: এক নজরে

১০. ৮ জিলহজ: মিনার দিন (ইয়াওমুত তারবিয়া)

১১. ৯ জিলহজ: আরাফার দিন

১২. মুযদালিফার রাত

১৩. ১০ জিলহজ: কুরবানির দিন (ইয়াওমুন নাহর)

১৪. ১১–১৩ জিলহজ: আইয়ামে তাশরীক ও কংকর নিক্ষেপ

১৫. বিদায়ী তাওয়াফ (তাওয়াফুল বিদা)

১৬. নারীদের জন্য বিশেষ মাসআলা

১৭. মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারত

১৮. যিয়ারত ও দর্শনীয় স্থান: চিত্রসহ বিবরণ

১৯. স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সাধারণ ভুলত্রুটি

২০. গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ (এক জায়গায়)

২১. তথ্যসূত্র

অধ্যায় ১

হজের পরিচয়, বিধান ও ফজিলত

হজ (حَجّ) শব্দের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা। শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়ে (জিলহজ মাসের ৮–১৩ তারিখ) নির্দিষ্ট স্থানে (মক্কা, মিনা, আরাফা, মুযদালিফা) নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ঘরের যিয়ারতকে হজ বলে। হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। [বুখারী ৮; মুসলিম ১৬]

হজ ফরজ হওয়ার দলিল

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

অর্থ: “মানুষের উপর আল্লাহর জন্য এই ঘরের হজ করা ফরজ, যে সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। আর যে অস্বীকার করে, (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।”

সূরা আলে ইমরান ৩:৯৭

রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরজ করেছেন, অতএব হজ করো। একজন জিজ্ঞেস করলেন, প্রতি বছর? তিনি জানালেন, প্রতি বছর ফরজ করলে তোমরা পারতে না। [মুসলিম ১৩৩৭] অর্থাৎ **জীবনে একবার** হজ ফরজ।

হজ ফরজ হওয়ার শর্ত

১. মুসলিম হওয়া

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (শিশুর হজ সহীহ, কিন্তু বড় হওয়ার পর ফরজ হজ আবার করতে হবে)

৩. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া

৪. স্বাধীন হওয়া

৫. আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য: যাতায়াত ও থাকার খরচ এবং অনুপস্থিতির সময়ে পরিবারের ভরণপোষণের পর্যাপ্ত সম্পদ

৬. নারীর জন্য: হানাফিসহ অনেক মাযহাবে স্বামী বা মাহরাম সাথে থাকা (মতভেদ আছে; “নারীদের জন্য বিশেষ মাসআলা” অধ্যায় দেখুন)

বিলম্ব না করা

সামর্থ্য হওয়ার পর হজ বিলম্বিত করা অনুচিত। ইমাম আবু ইউসুফ (হানাফি) সহ অনেক আলেমের মতে সামর্থ্য হলে দ্রুত হজ করা ওয়াজিব।

হজের ফজিলত

- যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করে এবং অশ্লীল কথা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে, সে সদ্যজাত শিশুর মতো (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে। [বুখারী ১৫২১; মুসলিম ১৩৫০]

- মাবরুর হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। [বুখারী ১৭৭৩; মুসলিম ১৩৪৯]
- আরাফার দিনের চেয়ে বেশি কোনো দিনে আল্লাহ বান্দাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন না। [মুসলিম ১৩৪৮]
- জিলহজের প্রথম দশ দিনের নেক আমল আল্লাহর কাছে অন্য যেকোনো দিনের আমলের চেয়ে প্রিয়। [বুখারী ৯৬৯]

অধ্যায় ২

হজের প্রকারভেদ: তামাত্তু, কিরান, ইফরাদ

হজের মাস হলো শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের প্রথম দশ দিন। [সূরা বাকারা ২:১৯৭] হজ তিন প্রকারে আদায় করা যায়, এবং তিনটিই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [বুখারী ১৫৬২; মুসলিম ১২১১]

প্রকার	পদ্ধতি	নিয়তের শব্দ	হাদী (কুরবানি)
তামাত্তু	হজের মাসে প্রথমে উমরাহ করে ইহরাম খুলে ফেলা; তারপর ৮ জিলহজ মক্কা থেকে নতুন করে হজের ইহরাম বাঁধা।	لَبَّيْكَ عُمْرَةً (উমরাহর সময়), পরে لَبَّيْكَ حَجًّا	ওয়াজিব
কিরান	এক ইহরামে একসাথে উমরাহ ও হজের নিয়ত; উমরাহর পর ইহরাম না খুলে হজ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা।	لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا	ওয়াজিব
ইফরাদ	শুধু হজের ইহরাম; উমরাহ ছাড়া।	لَبَّيْكَ حَجًّا	ওয়াজিব নয় (নফল হিসেবে দেওয়া যায়)

মীকাত থেকে হজের দিন পর্যন্ত: তিন প্রকার হজের ধারা



চিত্র: তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ হজের ধারাবাহিকতা

বাংলাদেশি হজযাত্রীদের জন্য

বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অধিকাংশ হজযাত্রী হজের কয়েক সপ্তাহ আগে পৌঁছান, তাই সাধারণত **তামাত্তু** হজ করেন। এতে উমরাহর পর দীর্ঘ সময় ইহরামমুক্ত থাকা যায়। এই বইয়ের দিনভিত্তিক বর্ণনা মূলত তামাত্তু অনুযায়ী; কিরান ও ইফরাদের পার্থক্য প্রতিটি ধাপে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনটি উত্তম?

এ নিয়ে মতভেদ আছে। **হানাফি মাযহাবে কিরান** সর্বোত্তম, এরপর তামাত্তু, এরপর ইফরাদ। হাম্বলি মাযহাবে তামাত্তু উত্তম, শাফেয়ি ও মালিকি মাযহাবে ইফরাদ (কিছু শর্তসাপেক্ষে)। দীর্ঘদিন ইহরাম অবস্থায় থাকা কঠিন হওয়ায় সাধারণ হজযাত্রীদের জন্য তামাত্তু সহজ।

অধ্যায় ৩

হজের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত

হানাফি মাযহাব অনুযায়ী

হজের ফরজ তিনটি:

১. ইহরাম (শর্ত হিসেবে)

২. ৯ জিলহজ আরাফার ময়দানে অবস্থান (উকূফে আরাফা)

৩. তাওয়াফে যিয়ারত (তাওয়াফুল ইফাদা)

হজের প্রধান ওয়াজিবসমূহ:

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা

২. আরাফায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান (দিনে পৌঁছালে)

৩. মুযদালিফায় অবস্থান (১০ জিলহজ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে)

৪. সাফা-মারওয়ার সাঈ

৫. কংকর নিক্ষেপ (রমি)

৬. তামাত্তু ও কিরান হজযাত্রীর জন্য হাদী (কুরবানি)

৭. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

৮. তামাত্তু ও কিরান হজযাত্রীর জন্য ১০ জিলহজের রমি, কুরবানি ও হলকের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা (ইমাম আবু হানিফার মত)

৯. তাওয়াফে যিয়ারত আইয়ামে নাহরের (১০–১২ জিলহজ) মধ্যে করা

১০. মীকাতের বাইরের অধিবাসীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ

কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে সাধারণত দম ওয়াজিব হয়; ফরজ বাদ পড়লে হজ হয় না।

অন্যান্য মাযহাবের সংক্ষিপ্ত তুলনা

বিষয়	হানাফি	শাফেয়ি / হাম্বলি / মালিকি
সাঈ	ওয়াজিব	রুকন
হলক/কসর	ওয়াজিব	শাফেয়ি: রুকন; অন্যরা: ওয়াজিব
মুযদালিফায় রাত যাপন	ফজরের পর অবস্থান ওয়াজিব; রাত যাপন সুন্নাত	রাত যাপন (অন্তত মধ্যরাত পর্যন্ত) ওয়াজিব (বিস্তারিত মতভেদ আছে)
মিনায় ১১–১২ রাত যাপন	সুন্নাত	ওয়াজিব (অধিকাংশ মত)

দলিল ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তথ্যসূত্র অধ্যায়ে উল্লিখিত ফিকহ গ্রন্থ দেখুন।

অধ্যায় ৪

প্রস্তুতি: হজ ২০২৭ (১৪৪৮ হি.) এর তথ্য, কাগজপত্র ও টিকা

⚠ সংবাদভিত্তিক তথ্য, যাচাই করুন

নিচের তথ্য বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক (ঢাকা ট্রিবিউন, প্রথম আলো ইংরেজি, টিবিএস, অবজারভার, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস) এর জুন–সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর প্রতিবেদন থেকে নেওয়া, যেগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা উদ্ধৃত করেছে। মন্ত্রণালয়ের মূল প্রজ্ঞাপন আমি সরাসরি দেখিনি। চূড়ান্ত তথ্যের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ পোর্টাল ও আপনার এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশ: হজ ২০২৭ রোডম্যাপ (প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী)

বিষয়	তথ্য
সম্ভাব্য হজের দিন (৯ জিলহজ, আরাফা)	১৫ মে ২০২৭ (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে)
বাংলাদেশের কোটা	৭৮,৫০০ জন (সরকারি ও বেসরকারি মিলে)
প্রাথমিক নিবন্ধন	২৭ জুলাই – ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (শেষ হয়েছে; প্রথমে ২৬ সেপ্টেম্বর বলা হলেও পরে ২৪ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় বলে প্রতিবেদন)
চূড়ান্ত নিবন্ধন (বাকি টাকা পরিশোধ)	১০ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (প্রতিবেদন অনুযায়ী)
বাংলাদেশ-সৌদি দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তি	৮ নভেম্বর ২০২৬ (নির্ধারিত)
হজ ভিসা ইস্যু শুরু	২৮ জানুয়ারি ২০২৭
হজ ফ্লাইট শুরু	৮ এপ্রিল ২০২৭
পাসপোর্টের মেয়াদ	অন্তত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত
বয়স ও স্বাস্থ্য শর্ত	১৫ বছরের কম বয়সী ও দীর্ঘমেয়াদি গুরুতর অসুস্থদের নিবন্ধনে বিধিনিষেধের কথা প্রতিবেদনে এসেছে; বিস্তারিত এজেন্সি থেকে জানুন
সরকারি প্যাকেজ (ঘোষিত)	সর্বনিম্ন প্রায় ৫,০৫,৬৪৮ টাকা, সর্বোচ্চ প্রায় ৬,১৫,২৬৩ টাকা (২১ জুলাই ২০২৬ ঘোষণা অনুযায়ী; পরিবর্তন হতে পারে)

সৌদি আরবের জরুরি নিয়ম

- **হজ পারমিট/হজ ভিসা ছাড়া হজ নয়।** সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে যে অনুমতি ছাড়া হজ করলে জরিমানা, তাৎক্ষণিক দেশে ফেরত পাঠানো এবং ১০ বছরের জন্য সৌদিতে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা হতে পারে (২০২৬ মৌসুমের প্রতিবেদন)। উমরাহ বা পর্যটন ভিসায় হজ করা যায় না।
- হজযাত্রীদের তথ্য সৌদি "নুসুক মাসার" সিস্টেমে আপলোড হয়; এটি এজেন্সি/সরকারের মাধ্যমে হয়।
- হজ মৌসুমের আগে নির্দিষ্ট সময় থেকে মক্কায় প্রবেশে বিশেষ অনুমতি লাগে এবং উমরাহ কার্যক্রম সীমিত থাকে।
- নুসুক কার্ড/হজ আইডি সবসময় সাথে রাখুন; মিনা-আরাফায় তাঁবু ও বাসে প্রবেশে এটি লাগতে পারে।

টিকা

সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী হজযাত্রীদের **মেনিনজাইটিস (কোয়াড্রিভ্যালেন্ট ACYW) টিকা** বাধ্যতামূলক, যা আগমনের **অন্তত ১০ দিন আগে** নিতে হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য টিকা সাধারণত সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশে সরকারিভাবে নির্ধারিত কেন্দ্রে হজযাত্রীদের টিকা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়; সময়সূচি এজেন্সি জানাবে। ১৪৪৮ হিজরি মৌসুমের চূড়ান্ত স্বাস্থ্য শর্ত সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নির্দেশিকায় দেখুন।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি

- খাঁটি তাওবা করুন; মানুষের পাওনা ও ঋণ পরিশোধ করুন বা অনুমতি নিন।
- অসিয়ত লিখে রাখুন; পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করুন।
- হালাল অর্থে হজের খরচ বহন করুন।
- সরকারি/এজেন্সির হজ প্রশিক্ষণে অংশ নিন; নিয়মগুলো আগেই শিখে নিন।
- ধৈর্যের প্রস্তুতি নিন: ভিড়, গরম, দীর্ঘ হাঁটা ও অপেক্ষা হজের অংশ।

যা সাথে নেবেন (চেকলিস্ট)

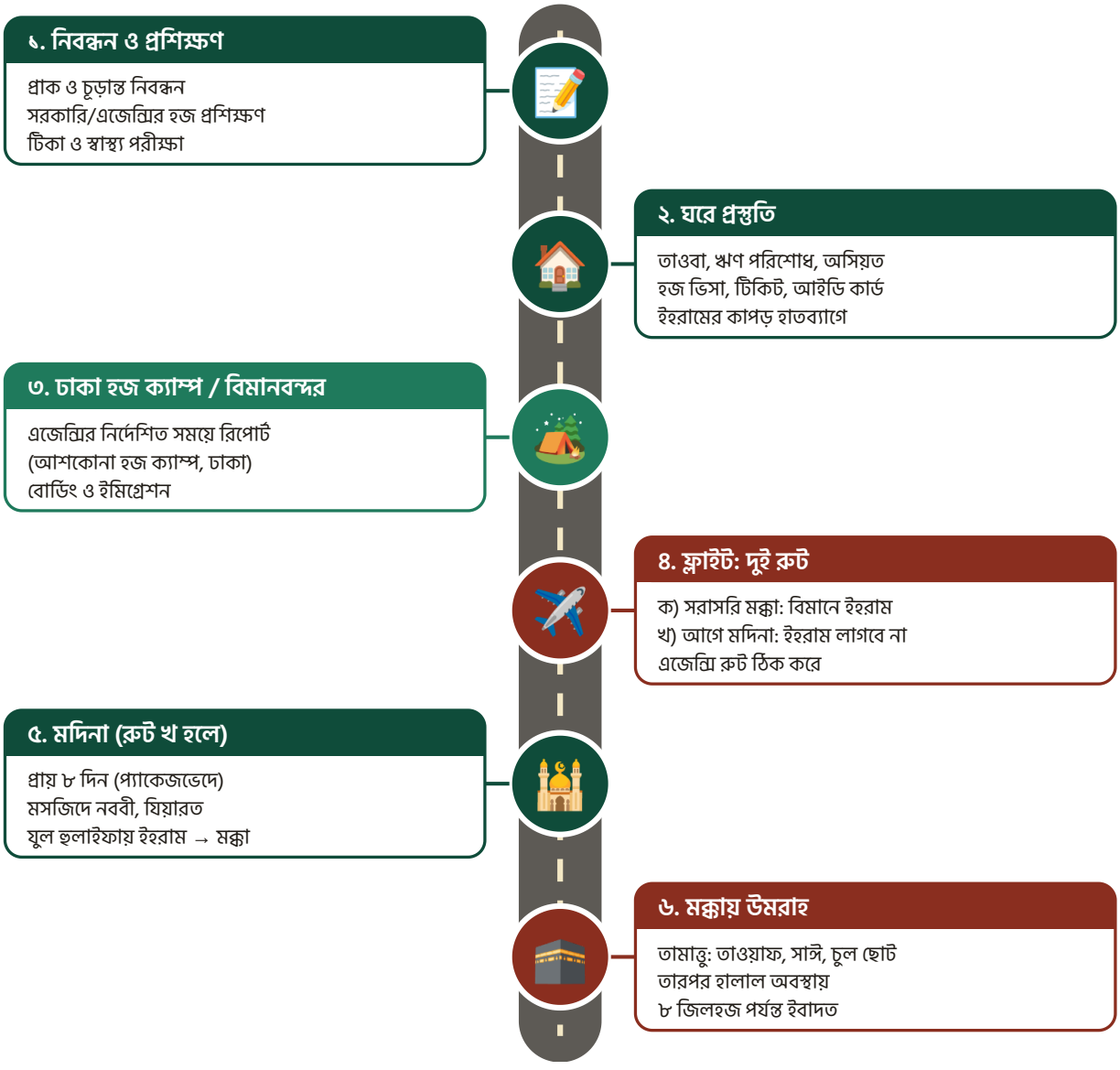
- ☐ পাসপোর্ট, ভিসা, হজ আইডি/নুসুক কার্ড
- ☐ টিকা সার্টিফিকেট ও স্বাস্থ্য কার্ড
- ☐ পুরুষ: ২–৩ সেট ইহরামের কাপড়
- ☐ ইহরামের বেল্ট
- ☐ আরামদায়ক স্যান্ডেল (ইহরামের উপযোগী) + অতিরিক্ত এক জোড়া
- ☐ সুগন্ধিমুক্ত সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট
- ☐ ছাতা (রোদের জন্য অত্যন্ত জরুরি)
- ☐ পানির বোতল ও স্প্রে বোতল
- ☐ ছোট পিঠের ব্যাগ (মিনা-আরাফার জন্য)
- ☐ কংকর রাখার ছোট থলে
- ☐ হালকা চাদর/মাদুর (মুযদালিফায় খোলা আকাশের নিচে)
- ☐ নিয়মিত ওষুধ (প্রেসক্রিপশনসহ), ORS, প্যারাসিটামল
- ☐ পা ও শরীরের ঘর্ষণ রোধে সুগন্ধিহীন ভ্যাসলিন
- ☐ মাস্ক
- ☐ ছোট কাঁচি
- ☐ দোয়ার বই, পকেট কুরআন
- ☐ মোবাইল, চার্জার, পাওয়ার ব্যাংক
- ☐ এজেন্সি, মুয়াল্লিম ও দলের নেতার নম্বর লেখা কার্ড

অধ্যায় ৫

যাত্রার রোডম্যাপ: ঘর থেকে হজ পর্যন্ত

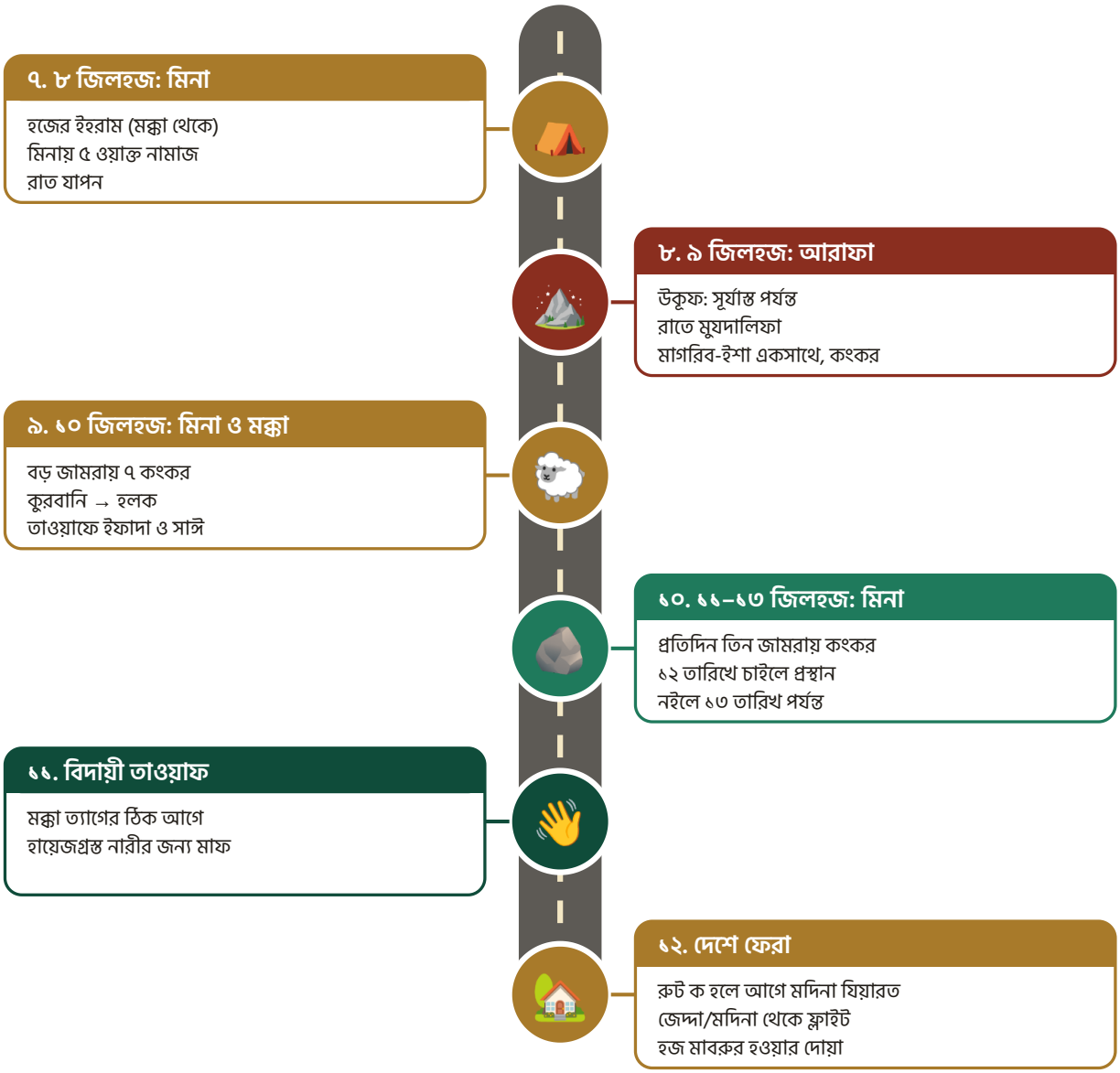
বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার দুটি প্রধান রুট আছে: **(ক) প্রথমে মক্কা**, হজের পর মদিনা; অথবা **(খ) প্রথমে মদিনা**, তারপর মক্কা ও হজ। কোন রুটে যাবেন তা সাধারণত ফ্লাইট সূচি অনুযায়ী এজেন্সি বা হজ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঠিক করে। নিচের রোডম্যাপে দুটোই দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে হজ: যাত্রাপথ (১ম অংশ)



চিত্র: রোডম্যাপ ১ম অংশ — নিবন্ধন থেকে মক্কায় উমরাহ পর্যন্ত

বাংলাদেশ থেকে হজ: যাত্রাপথ (২য় অংশ, তামাত্তু)



চিত্র: রোডম্যাপ ২য় অংশ — হজের দিনগুলো থেকে দেশে ফেরা পর্যন্ত

> **⚠ যাচাই করুন**
>
> হজ ক্যাম্প, রিপোর্টিং সময়, ইমিগ্রেশনের পদ্ধতি ও ব্যাগেজের নিয়ম প্রতি বছর পরিবর্তন হতে পারে। নিচের বর্ণনা সাধারণ চিত্র; আপনার এজেন্সি ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নির্দেশনাই চূড়ান্ত।

ধাপগুলোর বিস্তারিত

১–২. দেশে প্রস্তুতি

- প্রাক-নিবন্ধন ও চূড়ান্ত নিবন্ধন (২০২৭ হজের সময়সূচি প্রস্তুতি অধ্যায়ে দেখুন), হজ প্রশিক্ষণ, টিকা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করুন।

- হজ ভিসা, ফ্লাইট সূচি, হজ আইডি কার্ড ও লাগেজ ট্যাগ এজেন্সি থেকে বুঝে নিন।
- মক্কা ও মদিনার হোটেলের নাম, মুয়াল্লিমের নম্বর ও মিনার তাঁবুর তথ্য লিখে রাখুন।

৩. ঢাকা হজ ক্যাম্প ও বিমানবন্দর

- সাধারণত হজযাত্রীদের ঢাকার আশকোনা হজ ক্যাম্পে নির্ধারিত সময়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়, সেখান থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেওয়া হয়। ঢাকার বাইরে থেকে (যেমন সিলেট, চট্টগ্রাম) আসলে আগের দিন পৌঁছানোর পরিকল্পনা রাখুন।
- বাংলাদেশ সৌদি আরবের "মক্কা রুট" (Road to Makkah) উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রতিবেদন আছে, যাতে অনেক হজযাত্রীর সৌদি ইমিগ্রেশন আনুষ্ঠানিকতা ঢাকাতেই সম্পন্ন হয়। আপনার ফ্লাইট এর আওতায় কিনা এজেন্সি থেকে জেনে নিন।

৪. ফ্লাইট ও ইহরাম

- **রুট ক (সরাসরি মক্কা):** ঢাকায় গোসল করে ইহরামের কাপড় পরে উঠুন; বিমানে মীকাতের আগে উমরাহর নিয়ত (তামাত্তু) ও তালবিয়া।
- **রুট খ (আগে মদিনা):** সাধারণ পোশাকে যাবেন; মদিনায় ইবাদত শেষে মক্কা যাওয়ার দিন যুল হুলাইফা (আবইয়ার আলী) থেকে ইহরাম।

৫–৬. মদিনা ও মক্কা

মদিনায় মসজিদে নববীতে নামাজ ও যিয়ারত; মক্কায় পৌঁছে তামাত্তুর উমরাহ। এরপর ৮ জিলহজ পর্যন্ত হালাল অবস্থায় মসজিদুল হারামে ইবাদত, তবে হজের জন্য শক্তি সংরক্ষণ করুন।

৭–১১. হজের দিনগুলো

৮ জিলহজ মিনা, ৯ জিলহজ আরাফা ও মুযদালিফা, ১০ জিলহজ জামরা-কুরবানি-হলক-তাওয়াফ, ১১–১৩ জিলহজ মিনায় কংকর নিক্ষেপ, তারপর বিদায়ী তাওয়াফ। বিস্তারিত পরের অধ্যায়গুলোতে চিত্রসহ দেওয়া হয়েছে।

১২. দেশে ফেরা

রুট ক-এর যাত্রীরা হজের পর মদিনা যান এবং সাধারণত মদিনা থেকে দেশে ফেরেন; রুট খ-এর যাত্রীরা সাধারণত জেদ্দা থেকে ফেরেন। ফেরার ফ্লাইট সূচি হজের পর ধাপে ধাপে চলে; এজেন্সির ঘোষণা অনুসরণ করুন।

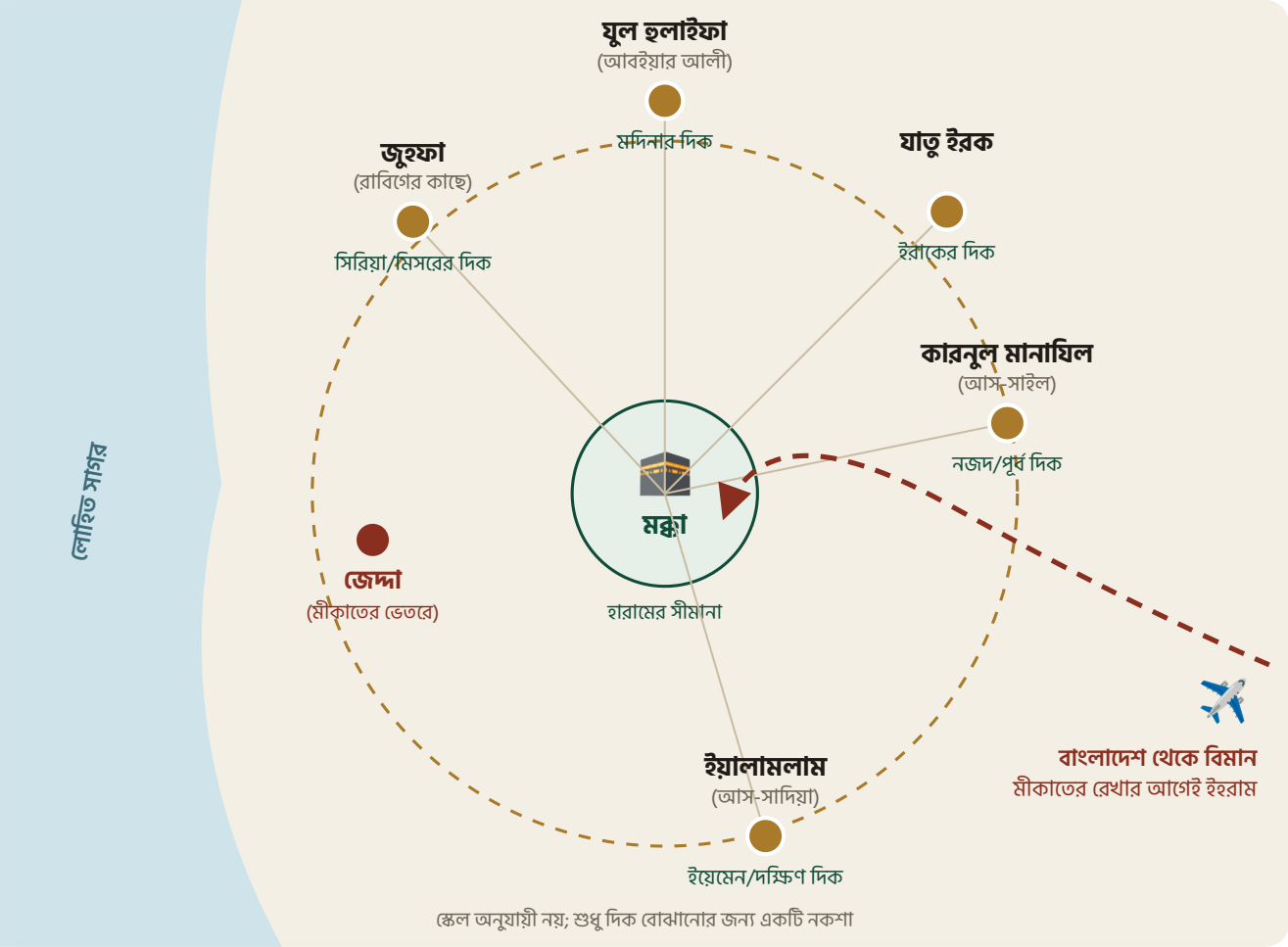
অধ্যায় ৬

মীকাত ও ইহরাম

মীকাতসমূহ

রাসূল ﷺ মক্কার চারদিকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন; হজ বা উমরাহর নিয়তে আগত কেউ ইহরাম ছাড়া এগুলো অতিক্রম করতে পারবে না। [বুখারী ১৫২৪; মুসলিম ১১৮১]

মীকাত	বর্তমান নাম	কাদের জন্য
যুল হুলাইফা	আবইয়ার আলী	মদিনা থেকে আগতরা
জুহফা	রাবিগের কাছে	সিরিয়া, মিসর, পশ্চিম দিক
কারনুল মানাযিল	আস-সাইল আল-কাবীর	নজদ ও পূর্ব দিক
ইয়ালামলাম	আস-সাদিয়া	ইয়েমেন ও দক্ষিণ দিক
যাতু ইরক	—	ইরাক [মুসলিম ১১৮৩]
মক্কায় অবস্থানকারী	নিজ বাসস্থান	হজের ইহরাম মক্কার ভেতর থেকেই



চিত্র: মক্কার চারপাশে মীকাতসমূহ এবং বাংলাদেশ থেকে আগত বিমানের সম্ভাব্য দিক (প্রতীকী নকশা)

বাংলাদেশি হজযাত্রীদের দুই রকম রুট

রুট	কোথায় ইহরাম
ঢাকা → জেদ্দা/মক্কা (প্রথমে মক্কা)	বিমানে মীকাত অতিক্রমের আগে। ঢাকায় গোসল সেরে ইহরামের কাপড় পরে নিন; মীকাত কাছাকাছি হলে (বিমানে সাধারণত ঘোষণা দেওয়া হয়) নিয়ত ও তালবিয়া। অধিকাংশ আলেমের মতে জেদ্দায় নেমে ইহরাম বাঁধা ঠিক নয়।
ঢাকা → মদিনা (প্রথমে মদিনা)	মদিনায় যাওয়ার সময় ইহরাম লাগবে না। মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে যুল হুলাইফা (আবইয়ার আলী) থেকে ইহরাম।

ইহরামের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি

১. নখ কাটা, অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা।

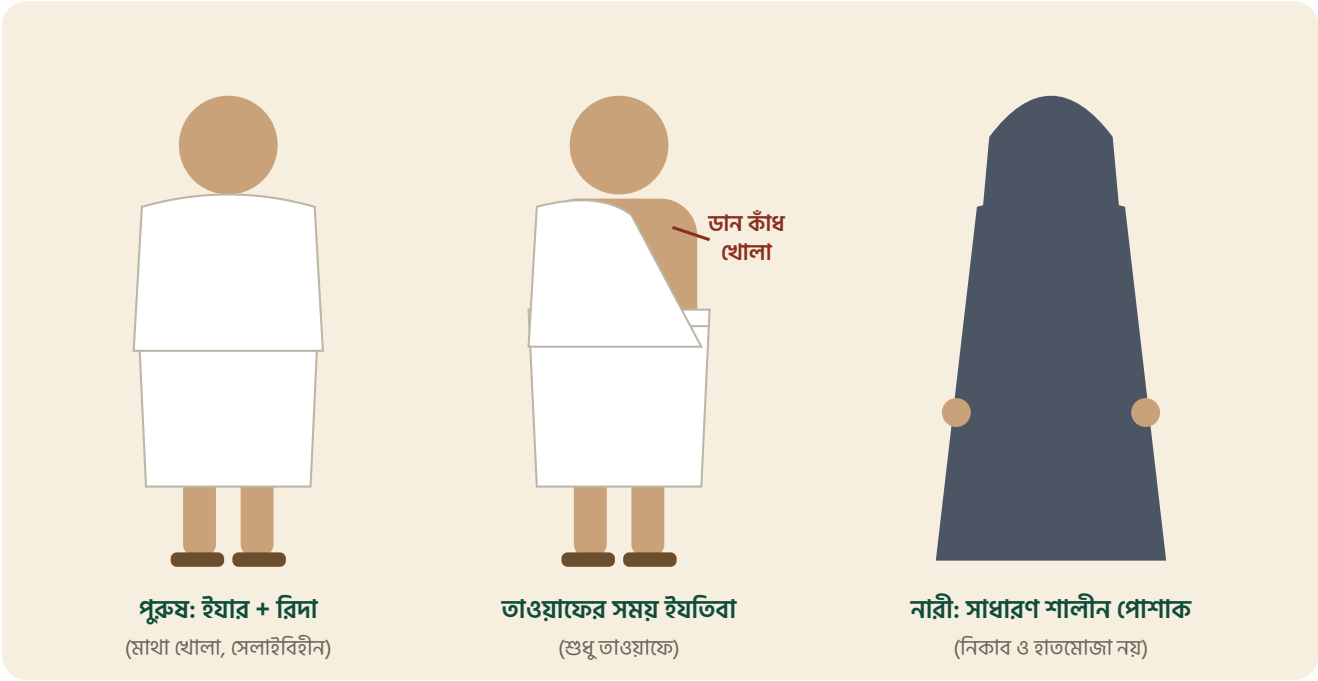
২. গোসল করা (হায়েজ/নেফাস অবস্থায় নারীদেরও)। [তিরমিযী ৮৩০; মুসলিম ১২১৮]

৩. শরীরে সুগন্ধি (কাপড়ে নয়)। [বুখারী ১৫৩৯; মুসলিম ১১৮৯]

৪. পুরুষ: সেলাইবিহীন দুটি কাপড় (ইযার ও রিদা), মাথা খোলা। নারী: শালীন সাধারণ পোশাক, নিকাব ও হাতমোজা ছাড়া। [বুখারী ১৮৩৮]

৫ ফরজ নামাজের পর বা (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নামাজের পর নিয়ত করা।

৬ নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ শুরু।



চিত্র: পুরুষ ও নারীর ইহরামের পোশাক; মাঝের চিত্রে তাওয়াফের সময়ের ইযতিবা

নিয়তের শব্দ

لَبَّيْكَ عُمْرَةً | لَبَّيْكَ حَجًّا | لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

উচ্চারণ: লাব্বাইকা উমরাতান (তামাত্তুর উমরাহ) | লাব্বাইকা হাজ্জান (ইফরাদ, অথবা তামাত্তুর ৮ জিলহজ) | লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান (কিরান)

মুসলিম ১২৫১ (আনাস রা.)

অসুস্থতা বা বাধার আশঙ্কা থাকলে শর্তযুক্ত নিয়ত করা যায়: فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي (যদি কোনো বাধা আমাকে আটকায়, তবে যেখানে তুমি আমাকে আটকাবে সেখানেই আমি হালাল হব)। [বুখারী ৫০৮৯; মুসলিম ১২০৭] (হানাফি মতে এ শর্তের কারণে দম মাফ হয় না।)

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ: লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ: আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব তোমারই, তোমার কোনো শরিক নেই।

বুখারী ১৫৪৯; মুসলিম ১১৮৪

- **উমরাহতে:** তাওয়াফ শুরুর আগ পর্যন্ত তালবিয়া।
- **হজে:** ১০ জিলহজ জামরাতুল আকাবায় প্রথম কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত তালবিয়া। [মুসলিম ১২৮১]
- পুরুষ উচ্চস্বরে, নারী নিচু স্বরে।

অধ্যায় ৭

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

নিষিদ্ধ কাজ	কার জন্য	দলিল
চুল/লোম কাটা বা উপড়ানো	সবার	সূরা বাকারা ২:১৯৬
নখ কাটা	সবার	ইজমা (আলেমদের ঐকমত্য)
সুগন্ধি ব্যবহার (শরীর, কাপড়, খাবার)	সবার	বুখারী ১৫৪২; মুসলিম ১১৭৭
স্থলের বন্য প্রাণী শিকার	সবার	সূরা মায়িদা ৫:৯৫
বিয়ের আকদ বা প্রস্তাব	সবার	মুসলিম ১৪০৯
সহবাস ও কামভাবসহ স্পর্শ	সবার	সূরা বাকারা ২:১৯৭
ঝগড়া, অশ্লীলতা, পাপাচার	সবার	সূরা বাকারা ২:১৯৭
শরীরের মাপে সেলাই করা পোশাক, মোজা	পুরুষ	বুখারী ১৫৪২; মুসলিম ১১৭৭
মাথা লেগে থাকা কিছু দিয়ে ঢাকা	পুরুষ	বুখারী ১৫৪২
নিকাব ও হাতমোজা	নারী	বুখারী ১৮৩৮

সবচেয়ে গুরুতর লঙ্ঘন

আরাফায় অবস্থানের আগে (হানাফি মতে) বা প্রথম তাহাল্লুলের আগে (অন্যান্য মাযহাবে) স্ত্রী-সহবাস করলে হজ বাতিল হয়ে যায়; তবুও হজের বাকি কাজ শেষ করতে হয়, পরবর্তী বছর কাজা করতে হয় এবং কুরবানি দিতে হয় (পশুর ধরন নিয়ে মাযহাবে পার্থক্য আছে)। এমন কিছু ঘটলে সাথে সাথে আলেমের পরামর্শ নিন।

ফিদইয়া (জরিমানা)

কষ্ট বা অসুস্থতার কারণে নিষিদ্ধ কাজ (যেমন মাথা মুণ্ডন) করতে বাধ্য হলে: তিন দিন রোজা, অথবা ছয়জন মিসকিনকে খাওয়ানো, অথবা একটি ছাগল কুরবানি। [সূরা বাকারা ২:১৯৬; বুখারী ১৮১৪; মুসলিম ১২০১]

হানাফি মত

পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি, পূর্ণ দিন বা রাত সেলাই করা কাপড় পরা, বা মাথার এক-চতুর্থাংশ মুণ্ডন করলে দম; এর কম হলে সদকা (সদকাতুল ফিতর পরিমাণ)। ভুলে করলেও জরিমানা ওয়াজিব, তবে গুনাহ হয় না।

যা জায়েজ

সুগন্ধিহীন সাবানে গোসল, ইহরামের কাপড় বদলানো ও ধোয়া, ঘড়ি-চশমা-আংটি-বেল্ট, ছাতা বা তাঁবুর ছায়া, প্রয়োজনীয় সুগন্ধিহীন ওষুধ, ক্ষতিকর প্রাণী মারা। [বুখারী ১৮২৯; মুসলিম ১১৯৮]

অধ্যায় ৮

মক্কায় পৌঁছে উমরাহ (তামাত্তু হজযাত্রীদের জন্য)

তামাত্তু হজযাত্রী মক্কায় পৌঁছে প্রথমে একটি পূর্ণ উমরাহ করবেন। কিরান ও ইফরাদ হজযাত্রী এই সময় **তাওয়াফে কুদুম** (আগমনী তাওয়াফ, সুন্নাত) করবেন এবং ইহরাম খুলবেন না।

উমরাহর ধাপ সংক্ষেপে



চিত্র: তামাত্তুর উমরাহর চারটি ধাপ

১. **মসজিদুল হারামে প্রবেশ:** ডান পা দিয়ে, দোয়া পড়ে: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ [মুসলিম ৭১৩]

২. **তাওয়াফ (৭ চক্কর):** অজুসহ; পুরুষরা ইযতিবা (ডান কাঁধ খোলা); হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু, ইস্তিলাম বা ইশারা করে "আল্লাহু আকবার" [বুখারী ১৬১৩]; কাবাকে বামে রেখে; প্রথম তিন চক্করে পুরুষদের রমল [মুসলিম ১২১৮]; রুকনে ইয়ামানী শুধু স্পর্শ (সম্ভব হলে); রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে *রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ...* [আবু দাউদ ১৮৯২]; হাতীমের বাইরে দিয়ে।

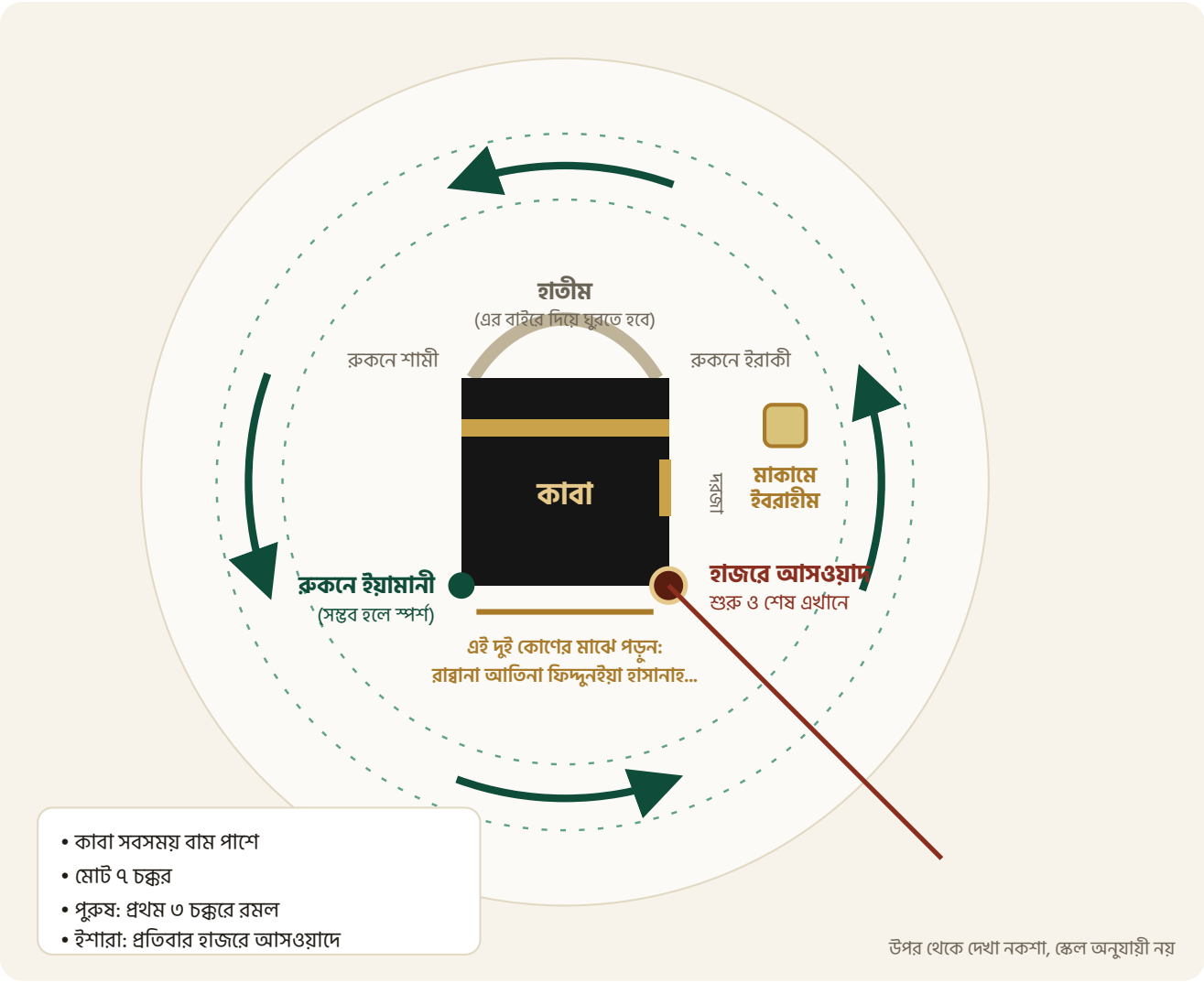
৩. **দুই রাকাত:** কাঁধ ঢেকে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে (বা যেকোনো স্থানে); সূরা কাফিরুন ও ইখলাস। [সূরা বাকারা ২:১২৫; মুসলিম ১২১৮] (হানাফি মতে ওয়াজিব।)

৪. **জমজম পান** ও দোয়া। [মুসলিম ২৪৭৩]

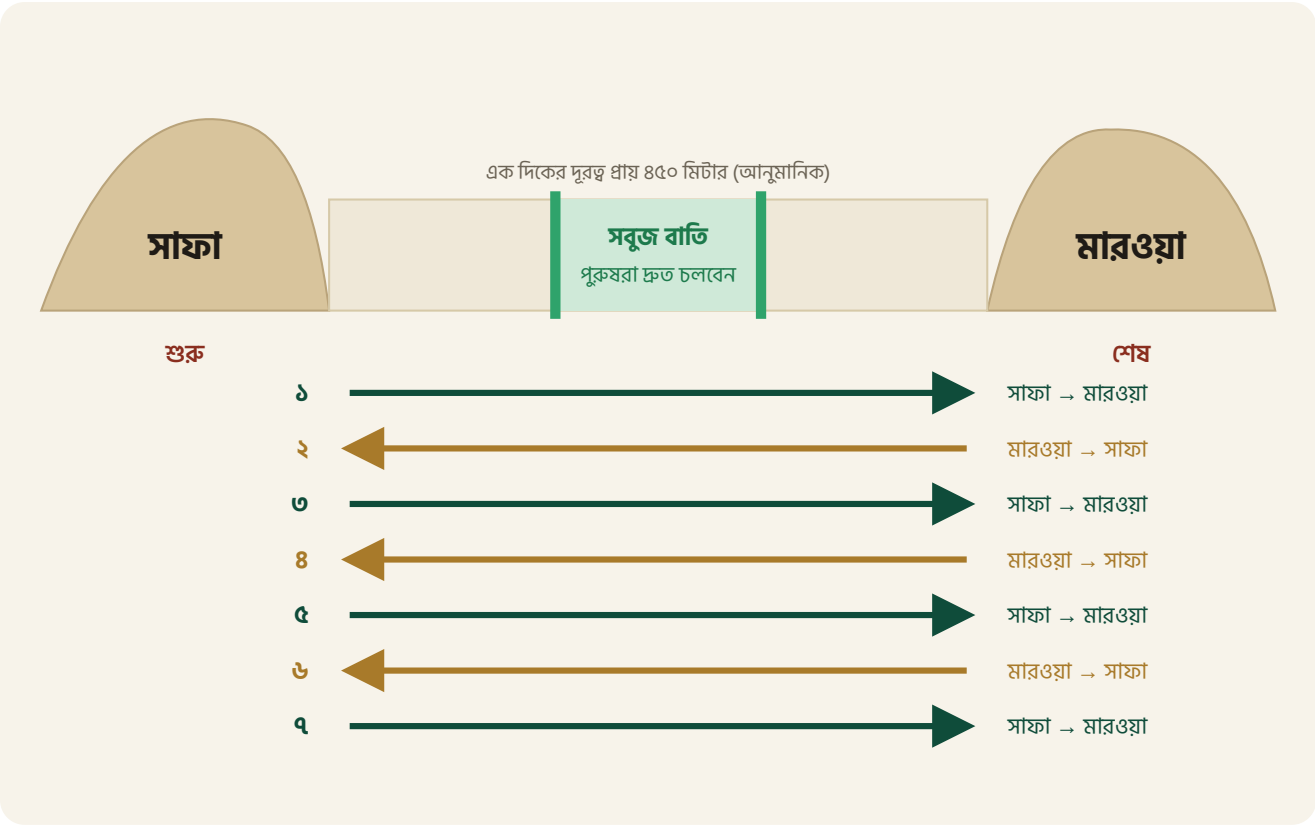
৫. **সাঈ (৭ চক্কর):** সাফা থেকে শুরু, মারওয়ায় শেষ। সাফায় *"ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ"* ও *"আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি"*; কাবার দিকে ফিরে তাকবীর, তাহলীল ও দোয়া; সবুজ বাতির মাঝে পুরুষদের দ্রুত চলা। [সূরা বাকারা ২:১৫৮; মুসলিম ১২১৮]

৬. **চুল ছোট করা:** তামাত্তু হজযাত্রী পুরুষদের জন্য অনেক আলেম এ সময় চুল ছোট করে হজের পর মুণ্ডনের পরামর্শ দেন। নারীরা আঙুলের এক কর পরিমাণ চুল কাটবেন।

৭. **ইহরাম থেকে মুক্ত।** ৮ জিলহজ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবেন।



চিত্র: তাওয়াফের দিক, শুরুর স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ কোণসমূহ



চিত্র: সাফা-মারওয়ার সাত চক্কর

বিস্তারিত

তাওয়াফ ও সাঈর পূর্ণ বিবরণ, দোয়া ও মাসআলার জন্য এই সিরিজের “পূর্ণাঙ্গ উমরাহ গাইড” বইটির তাওয়াফ, সাঈ ও হলক সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো দেখুন।

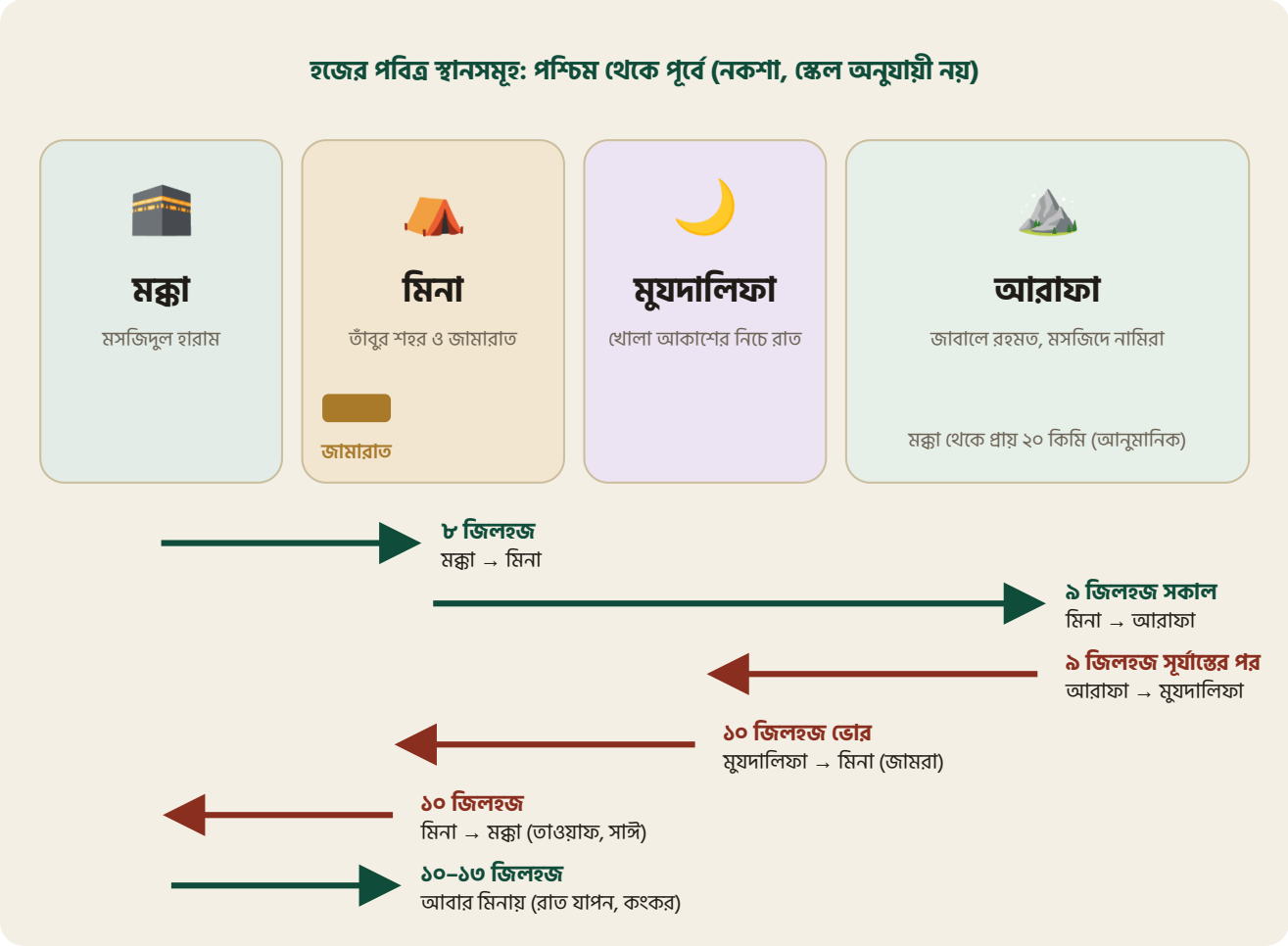
হজের আগে মক্কায় অবস্থানকালীন আমল

- মসজিদুল হারামে জামাতে নামাজ (এক নামাজ এক লক্ষ নামাজের চেয়ে উত্তম মর্মে হাদীস) [ইবনে মাজাহ ১৪০৬]।
- নফল তাওয়াফ বেশি বেশি করা (হজের দিন ঘনিয়ে এলে শক্তি সংরক্ষণ করুন)।
- জিলহজের প্রথম দশ দিনে বেশি বেশি তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ। [বুখারী ৯৬৯]
- তামাত্তু হজযাত্রীদের বারবার নফল উমরাহ করার বিষয়ে আলেমদের মতভেদ আছে; বিশেষত হজের ঠিক আগে নিজেকে ক্লান্ত না করাই উত্তম।

অধ্যায় ৯

হজের পাঁচ দিন: এক নজরে

ইংরেজি তারিখগুলো বাংলাদেশের প্রকাশিত রোডম্যাপে উল্লিখিত সম্ভাব্য আরাফা দিবস (১৫ মে ২০২৭) এর ভিত্তিতে হিসাব করা; চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে এক দিন আগে-পরে হতে পারে।



চিত্র: মক্কা, মিনা, মুযদালিফা ও আরাফার অবস্থান এবং দিনভিত্তিক চলাচল (প্রতীকী নকশা)

দিন	স্থান	প্রধান কাজ
৮ জিলহজ ~১৪ মে ২০২৭	মক্কা → মিনা	হজের ইহরাম (তামাত্তু), মিনায় গমন, যোহর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায়, রাত যাপন।
৯ জিলহজ ~১৫ মে ২০২৭	মিনা → আরাফা → মুযদালিফা	সূর্যোদয়ের পর আরাফায়; যোহর-আসর; সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফ (হজের প্রধান রুকন); সূর্যাস্তের পর মুযদালিফা; মাগরিব-ইশা একসাথে; রাত যাপন।
১০ জিলহজ ~১৬ মে ২০২৭	মুযদালিফা → মিনা → মক্কা	ফজরের পর উকূফ; সূর্যোদয়ের আগে মিনায় রওনা; জামরাতুল আকাবায় ৭ কংকর; কুরবানি; হলক/কসর; তাওয়াফে যিয়ারত ও সাঈ।
১১ জিলহজ ~১৭ মে ২০২৭	মিনা	যাওয়ালের পর তিন জামরায় (ছোট, মধ্যম, বড়) ৭টি করে কংকর; মিনায় রাত যাপন।

১২ জিলহজ ~১৮ মে ২০২৭	মিনা	একইভাবে তিন জামরায় কংকর; চাইলে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ।
১৩ জিলহজ ~১৯ মে ২০২৭	মিনা (ঐচ্ছিক)	যারা থেকে যান: তিন জামরায় কংকর, তারপর মিনা ত্যাগ।
দেশে ফেরার আগে	মক্কা	বিদায়ী তাওয়াফ।



চিত্র: ৮ থেকে ১৩ জিলহজ, প্রতিদিনের প্রধান কাজ

মুয়াল্লিম ও দলের সাথে থাকুন

বর্তমানে মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় যাতায়াত সাধারণত এজেন্সি/মুয়াল্লিমের নির্ধারিত বাস বা ট্রেনে এবং নির্ধারিত সময়সূচিতে হয়। কখনো কখনো ৭ জিলহজ রাতেই মিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। এতে সুন্নাত সময়ের সাথে কিছু পার্থক্য হলে আতঙ্কিত হবেন না; ওয়াজিব ও ফরজগুলো সময়মতো আদায় হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখুন এবং দলছুট হবেন না।

অধ্যায় ১০

৮ জিলহজ: মিনার দিন (ইয়াওমুত তারবিয়া)

১ **ইহরাম:** তামাত্তু হজযাত্রী মক্কায় নিজের বাসস্থান থেকে গোসল, সুগন্ধি ইত্যাদি সুন্নাত পালন করে হজের ইহরাম বাঁধবেন: لَبَّيْكَ حَجًّا। সাহাবিরা ৮ জিলহজ মক্কার আবতাহ এলাকা থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন। [মুসলিম ১২১৮] কিরান ও ইফরাদ হজযাত্রীরা আগের ইহরামেই থাকবেন।

২ **তালবিয়া** পড়তে পড়তে মিনার দিকে রওনা।

৩ **মিনায় নামাজ:** যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও পরদিন (৯ তারিখ) ফজর মিনায় আদায় করা সুন্নাত। [মুসলিম ১২১৮] প্রতিটি নামাজ নিজ ওয়াক্তে; চার রাকাতের নামাজ দুই রাকাত (কসর) তবে একত্রে নয়, এটি রাসূল ﷺ-এর আমল।

৪ **রাত যাপন** মিনায়; যিকির, দোয়া, তালবিয়া ও বিশ্রাম।

হানাফি মত: কসর করবেন কিনা?

হানাফি মাযহাবে কসর মুসাফিরের জন্য; যে ব্যক্তি এক স্থানে ১৫ দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে সে মুকিম, তাকে পূর্ণ নামাজ পড়তে হয়। অনেক বাংলাদেশি হজযাত্রী হজের আগে দীর্ঘ সময় মক্কায় থাকেন; মক্কা-মিনা এখন কার্যত একই শহরের অংশ কিনা, এবং সব মিলিয়ে ১৫ দিন হয় কিনা, এ বিষয়ে সমসাময়িক হানাফি আলেমদের বিস্তারিত আলোচনা আছে। **নিজের অবস্থা অনুযায়ী দলের আলেম/মুয়াল্লিমের কাছ থেকে জেনে নিন।** অন্যান্য মাযহাবের অনেক আলেমের মতে হজের এই দিনগুলোতে সবার জন্য কসর।

অধ্যায় ১১

৯ জিলহজ: আরাফার দিন

الْحَجُّ عَرَفَةُ

অর্থ: “হজ হলো আরাফা।”

তিরমিযী ৮৮৯; আবু দাউদ ১৯৪৯; নাসাঈ ৩০১৬; ইবনে মাজাহ ৩০১৫ (আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া’মার রা.)

আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন; এটি ছুটে গেলে হজ হয় না।

ধাপে ধাপে

১. **সূর্যোদয়ের পর** তালবিয়া ও তাকবীর পড়তে পড়তে মিনা থেকে আরাফার দিকে রওনা। [মুসলিম ১২১৮]

২. **আরাফার সীমানা নিশ্চিত করুন।** “উরানা উপত্যকা” আরাফার অংশ নয়। সীমানা নির্দেশক বোর্ড/চিহ্ন আছে। আপনার তাঁবু আরাফার ভেতরে আছে কিনা মুয়াল্লিমের কাছে নিশ্চিত হোন। রাসূল ﷺ বলেছেন, “আমি এখানে অবস্থান করেছি, আর পুরো আরাফাই অবস্থানস্থল।” [মুসলিম ১২১৮] জাবালে রহমতে (পাহাড়ে) ওঠা জরুরি নয়।

৩. **যোহর ও আসর:** রাসূল ﷺ খুতবার পর যোহর ও আসর একসাথে (জমা তাকদীম) যোহরের ওয়াক্তে, কসর করে আদায় করেছিলেন। [মুসলিম ১২১৮]

৪. **উকূফ (অবস্থান):** যোহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিবলামুখী হয়ে দোয়া, যিকির, তাওবা, ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত। দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে যেকোনো অবস্থায় উকূফ হয়। দুই হাত তুলে দোয়া করা সুন্নাত।

৫. **সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় থাকুন।** সূর্যাস্তের আগে আরাফা ত্যাগ করবেন না। [মুসলিম ১২১৮]

৬. **সূর্যাস্তের পর** মাগরিব না পড়ে ধীরে-সুস্থে মুযদালিফার দিকে রওনা। [মুসলিম ১২১৮]

হানাফি মত: আরাফায় নামাজ

ইমাম আবু হানিফার মতে যোহর-আসর একসাথে পড়ার জন্য শর্ত হলো মসজিদে নামিরায় মূল ইমামের (বা তাঁর প্রতিনিধির) পেছনে জামাতে পড়া। তাঁবুতে আলাদা জামাতে পড়লে যোহর যোহরের ওয়াক্তে এবং আসর আসরের ওয়াক্তে আদায় করতে হবে। (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে তাঁবুতেও একসাথে পড়া যায়।) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় থাকা হানাফি মতে ওয়াজিব; আগে চলে গেলে দম।

আরাফার শ্রেষ্ঠ দোয়া

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তিরমিযী ৩৫৮৫: "সর্বোত্তম দোয়া আরাফার দিনের দোয়া, আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছি তার মধ্যে সর্বোত্তম..." (এর সনদ নিয়ে আলোচনা আছে; শায়খ আলবানী একে হাসান বলেছেন)

এ ছাড়া নিজের ভাষায়, নিজের প্রয়োজন, পরিবার, মৃত আত্মীয়স্বজন, দেশ ও উম্মাহর জন্য মন খুলে দোয়া করুন। এই সময়টি গল্পগুজব, মোবাইল বা ঘুমে নষ্ট করবেন না।

রোজা প্রসঙ্গে

হাজীদের জন্য আরাফার দিন রোজা না রাখা সুন্নাত; রাসূল ﷺ সেদিন আরাফায় রোজা রাখেননি, সবার সামনে দুধ পান করেছিলেন। [বুখারী ১৬৫৮; মুসলিম ১১২৩] যারা হজে নেই, তাদের জন্য আরাফার রোজা আগের ও পরের এক বছরের গুনাহের কাফফারা। [মুসলিম ১১৬২]

অধ্যায় ১২

মুযদালিফার রাত

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

অর্থ: “যখন তোমরা আরাফা থেকে ফিরবে, তখন মাশআরুল হারামের কাছে আল্লাহকে স্মরণ করো।”

সূরা বাকারা ২:১৯৮

১. **মুযদালিফায় পৌঁছে** মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করুন: এক আযান, দুই ইকামত; মাগরিব তিন রাকাত, ইশা দুই রাকাত (কসর); মাঝে কোনো নফল নয়। [মুসলিম ১২১৮] রাস্তায় দেরি হলে মধ্যরাতের আগেই আদায় করুন।

২. **রাত যাপন ও বিশ্রাম।** রাসূল ﷺ এ রাতে ফজর পর্যন্ত শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন; তাহাজ্জুদের কথা এ হাদীসে উল্লেখ নেই। [মুসলিম ১২১৮]

৩. **ফজর** প্রথম ওয়াক্তে (অন্ধকার থাকতেই) আদায় করুন।

৪. **উকূফ:** ফজরের পর কিবলামুখী হয়ে আকাশ বেশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দোয়া, তাকবীর, তাহলীল। পুরো মুযদালিফাই অবস্থানস্থল। [মুসলিম ১২১৮]

৫. **সূর্যোদয়ের আগে** মিনার দিকে রওনা। [মুসলিম ১২১৮]

কংকর সংগ্রহ

- কংকর মুযদালিফা বা মিনা যেকোনো স্থান থেকে নেওয়া যায়; মুযদালিফা থেকেই নিতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।
- আকার: ছোট, প্রায় ছোলা বা মটরের দানার মতো (“খাযফ” এর কংকর)। [মুসলিম ১২৯৯] বড় পাথর, জুতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করবেন না।
- মোট সংখ্যা: ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকলে ৭০টি (৭ + ২১ + ২১ + ২১); ১২ তারিখে চলে গেলে ৪৯টি। হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কয়েকটি বেশি রাখুন। কংকর ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

দুর্বলদের জন্য ছাড়

রাসূল ﷺ নারী, শিশু ও দুর্বলদের মধ্যরাতের পর (চাঁদ ডোবার পর) মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। [বুখারী ১৬৮১; মুসলিম ১২৯০]

হানাফি মত

হানাফি মাযহাবে মুযদালিফায় **সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে কিছু সময় অবস্থান ওয়াজিব**; বিনা ওজরে বাদ দিলে দম। অসুস্থ, দুর্বল ও নারীদের জন্য ভিড়ের ভয়ে ওজর থাকলে দম ছাড়াই বাদ দেওয়া যায়। মাগরিব ও ইশা মুযদালিফায় একসাথে পড়া ওয়াজিব; পথে মাগরিব পড়ে ফেললে মুযদালিফায় পৌঁছে আবার পড়তে হবে (যদি ফজরের আগে পৌঁছান)।

অধ্যায় ১৩

১০ জিলহজ: কুরবানির দিন (ইয়াওমুন নাহর)

এ দিনটি হজের সবচেয়ে ব্যস্ত দিন। রাসূল ﷺ এই দিনে চারটি কাজ করেছেন এই ক্রমে: **১) জামরাতুল আকাবায় কংকর, ২) কুরবানি, ৩) মাথা মুণ্ডন, ৪) তাওয়াফে ইফাদা।** [মুসলিম ১২১৮]

১. জামরাতুল আকাবায় (বড় জামরা) কংকর নিক্ষেপ

- মিনায় পৌঁছে শুধু **জামরাতুল আকাবায়** (মক্কার দিকের শেষ জামরা) ৭টি কংকর একটি একটি করে নিক্ষেপ করুন।
- প্রতিটি কংকরের সাথে **"আল্লাহু আকবার"** বলুন। [মুসলিম ১২১৮]
- প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ। [মুসলিম ১২৮১]
- কংকর অবশ্যই বেসিনের (হাউজের) ভেতরে পড়তে হবে; শুধু খুঁটিতে লাগা জরুরি নয়।
- সুন্নাত সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুর; তবে সূর্যাস্তের পর পর্যন্তও করা যায় (রাতে করা নিয়ে মতভেদ আছে, অধিকাংশ আলেম ওজরে বা ভিড়ে অনুমতি দেন)। জামরায় নিজের দলের নির্ধারিত সময় মেনে চলুন।
- দুর্বল বা অসুস্থ ব্যক্তি অন্য কাউকে **প্রতিনিধি (উকিল)** বানাতে পারেন; প্রতিনিধি আগে নিজের ৭টি, তারপর অন্যের ৭টি নিক্ষেপ করবেন।

২. কুরবানি (হাদী)

- তামাত্তু ও কিরান হজযাত্রীর জন্য কুরবানি ওয়াজিব। [সূরা বাকারা ২:১৯৬]
- একটি ছাগল/ভেড়া একজনের পক্ষ থেকে; উট বা গরুতে সাতজন শরিক হতে পারেন। [মুসলিম ১৩১৮]
- কুরবানির সামর্থ্য না থাকলে হজের সময়ে ৩টি এবং দেশে ফিরে ৭টি, মোট ১০টি রোজা। [সূরা বাকারা ২:১৯৬]
- বর্তমানে অধিকাংশ হজযাত্রী সৌদি সরকার অনুমোদিত ব্যাংক/প্রকল্পের মাধ্যমে (অনেক সময় "আদাহি" প্রকল্প নামে পরিচিত) বা এজেন্সির মাধ্যমে কুপন কিনে কুরবানি করেন। প্রতারণা এড়াতে অননুমোদিত ব্যক্তির কাছে টাকা দেবেন না, এবং কুরবানি কখন সম্পন্ন হয়েছে তা জেনে নিন (হানাফি মতে ধারাবাহিকতার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ)।
- নিজে জবাই করলে বলুন: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ [মুসলিম ১৯৬৬]

৩. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা

- পুরুষদের জন্য মুণ্ডন উত্তম; রাসূল ﷺ মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করেছেন। [বুখারী ১৭২৭; মুসলিম ১৩০১] হানাফি মতে অন্তত মাথার এক-চতুর্থাংশ।
- নারীরা চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙুলের এক কর পরিমাণ কাটবেন।
- হানাফি মতে মাথা মুণ্ডন হারামের সীমানার ভেতরে হওয়া ওয়াজিব।

প্রথম তাহাল্লুল (আংশিক ইহরামমুক্তি)

কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডনের পর (হানাফি মতে মুণ্ডনের মাধ্যমে; অন্য কিছু মাযহাবে তিনটি কাজের দুটি সম্পন্ন হলে) স্ত্রী-সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া ইহরামের সব নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়: সাধারণ পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা যায়। আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ-কে তাওয়াফে ইফাদার আগে হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন। [বুখারী ১৫৩৯; মুসলিম ১১৮৯]

৪. তাওয়াফে ইফাদা (তাওয়াফে যিয়ারত) ও সাঈ

- এটি হজের ফরজ/রুকন। [সূরা হজ ২২:২৯]
- সাধারণ পোশাকে বা ইহরামের কাপড়ে করা যায়; ইযতিবা ও রমল নেই।
- **তামাত্তু হজযাত্রী:** তাওয়াফের পর হজের সাঈ করবেন (কারণ উমরাহর সাঈ আলাদা ছিল)।
- **কিরান/ইফরাদ:** তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করে থাকলে আর সাঈ লাগবে না; না করে থাকলে এখন করবেন।
- এরপর স্ত্রী-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাসহ সবকিছু হালাল (দ্বিতীয় তাহাল্লুল)।
- ভিড় ও ক্লান্তির কারণে ১০ তারিখে সম্ভব না হলে পরে করা যায়; হানাফি মতে ১২ জিলহজের সূর্যাস্তের আগে করা ওয়াজিব (হায়েজের মতো ওজর ছাড়া), পরে করলে দম।

ধারাবাহিকতা: হানাফি বনাম অন্যান্য মত

রাসূল ﷺ-কে এ দিনের কাজ আগে-পরে করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, “করো, কোনো অসুবিধা নেই।” [বুখারী ৮৩; মুসলিম ১৩০৬] এর ভিত্তিতে অধিকাংশ আলেম ক্রম ভঙ্গ হলে কিছু ওয়াজিব হয় না বলে মত দিয়েছেন। **ইমাম আবু হানিফার মতে** তামাত্তু ও কিরান হজযাত্রীর জন্য রমি → কুরবানি → হলক এই ক্রম ওয়াজিব; ক্রম ভঙ্গ হলে দম লাগবে, তিনি হাদীসটির “অসুবিধা নেই” কথাটিকে গুনাহ না হওয়া অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.) অধিকাংশের মতের কাছাকাছি। তাই হানাফি হজযাত্রীরা কুরবানি নিশ্চিত হওয়ার পরেই মাথা মুণ্ডন করার চেষ্টা করুন।

অধ্যায় ১৪

১১–১৩ জিলহজ: আইয়ামে তাশরীক ও কংকর নিক্ষেপ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ

অর্থ: “আর তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো। যে দুই দিনে তাড়াতাড়ি চলে যায় তার কোনো গুনাহ নেই, আর যে দেরি করে তারও কোনো গুনাহ নেই, তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে।”

সূরা বাকারা ২:২০৩

প্রতিদিনের কাজ

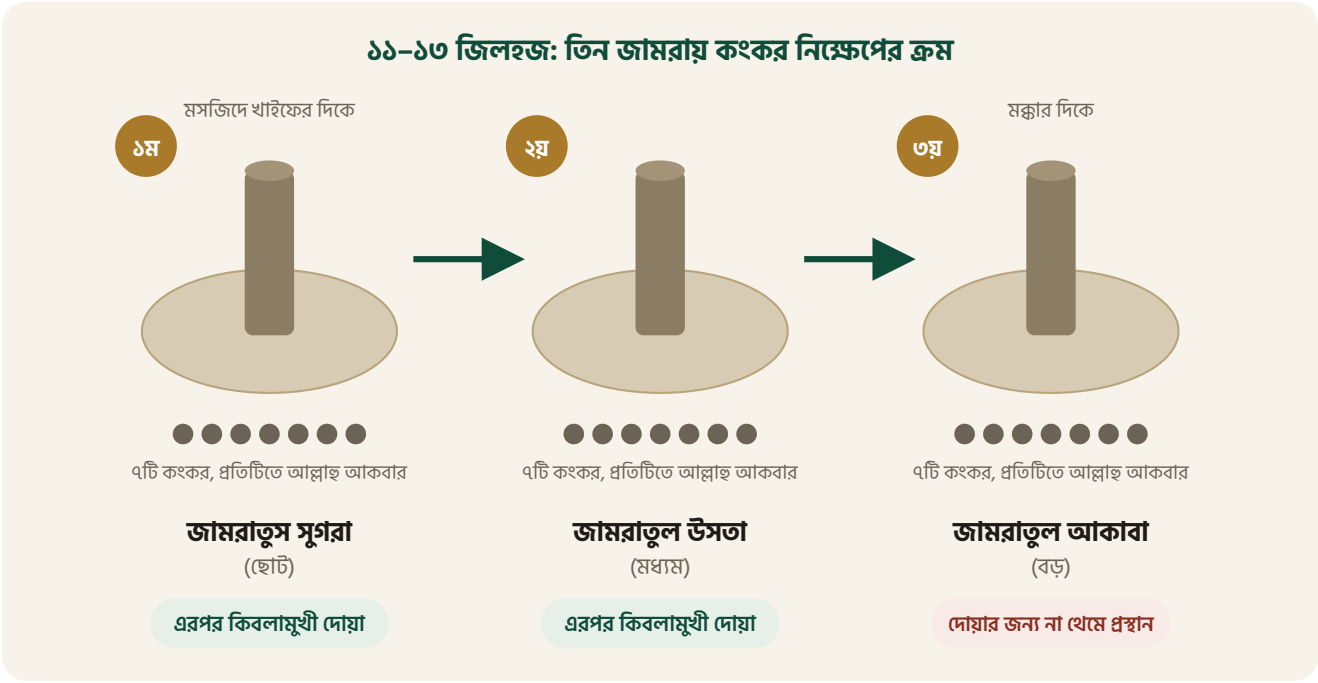
১. **মিনায় রাত যাপন** (১১ ও ১২ তারিখের রাত; থাকলে ১৩ তারিখের রাতও)।

২. **যাওয়ালের (সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার, অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্ত শুরু) পর** তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ। রাসূল ﷺ ১০ তারিখ দুপুরের আগে এবং পরের দিনগুলোতে সূর্য হেলে পড়ার পর কংকর মেরেছেন। [মুসলিম ১২৯৯] যাওয়ালের আগে নিক্ষেপ করলে অধিকাংশ আলেমের মতে আদায় হবে না।

৩. **ক্রম:**
   - প্রথমে **জামরাতুস সুগরা** (ছোট, মসজিদে খাইফের নিকটবর্তী): ৭ কংকর, প্রতিটিতে “আল্লাহু আকবার”। এরপর একটু সামনে সরে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দীর্ঘ দোয়া।
   - তারপর **জামরাতুল উসতা** (মধ্যম): ৭ কংকর, এরপর বাম দিকে সরে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দীর্ঘ দোয়া।
   - সবশেষে **জামরাতুল আকাবা** (বড়): ৭ কংকর, এরপর দোয়ার জন্য না দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া। [বুখারী ১৭৫১]

৪. **১২ জিলহজ:** একই কাজ। যারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে চান, তারা কংকর মেরে **সূর্যাস্তের আগে** মিনা ত্যাগ করবেন। হানাফি মতে সুবহে সাদিকের আগে পর্যন্ত বের হওয়া যায়, তবে সূর্যাস্তের পর বের হওয়া মাকরুহ; অন্য মাযহাবে সূর্যাস্তের আগে বের না হলে ১৩ তারিখ থাকা আবশ্যক।

৫. **১৩ জিলহজ:** যারা থেকে যান, তারা একইভাবে তিন জামরায় কংকর মেরে মিনা ত্যাগ করবেন। এটি উত্তম।



চিত্র: আইয়ামে তাশরীকে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপের ক্রম

জামরায় নিরাপত্তা

- জামরায় অতীতে মারাত্মক ভিড়জনিত দুর্ঘটনা ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ ও মুয়াল্লিমের নির্ধারিত সময়সূচি ও রাস্তা মেনে চলুন।
- উল্টো দিকে হাঁটবেন না; মাটিতে কিছু পড়ে গেলে তুলতে নিচু হবেন না।
- বয়স্ক ও অসুস্থরা প্রতিনিধি নিয়োগ করুন।
- কংকর জোরে ছুড়ে মারার প্রয়োজন নেই; রাগ বা গালি দেওয়ার কোনো ভিত্তি নেই।

হানাফি মত: মিনায় রাত যাপন

হানাফি মাযহাবে আইয়ামে তাশরীকের রাতগুলো মিনায় যাপন **সুন্নাত**; অধিকাংশ মাযহাবে ওয়াজিব। মিনায় তাঁবুর জায়গা না পেলে বা ওজর থাকলে উভয় মতেই ছাড় আছে। তবে সুন্নাত মেনে মিনায় থাকাই উত্তম।

অধ্যায় ১৫

বিদায়ী তাওয়াফ (তাওয়াফুল বিদা)

মক্কা ত্যাগ করার আগে সর্বশেষ কাজ হিসেবে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাদের শেষ কাজ হয় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, তবে হায়েজগ্রস্ত নারীর জন্য এটি শিথিল করা হয়েছে। [বুখারী ১৭৫৫; মুসলিম ১৩২৮]

- এটি সাধারণ সাত চক্করের তাওয়াফ; রমল, ইযতিবা ও সাঈ নেই।
- তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ।
- এরপর মক্কায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করবেন না (প্রয়োজনীয় কেনাকাটা বা যাত্রার প্রস্তুতির সামান্য সময় ছাড়া); দীর্ঘ সময় থাকলে আবার তাওয়াফ করা উচিত।
- হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় নারীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ মাফ। [বুখারী ১৭৫৫]
- হানাফি মতে মীকাতের বাইরের অধিবাসীদের জন্য এটি ওয়াজিব; বিনা ওজরে বাদ দিলে দম।

হজের পর

হজ শেষ হওয়ার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। মাবরুর হজের একটি লক্ষণ হিসেবে আলেমরা উল্লেখ করেছেন যে হজের পর মানুষের জীবন আগের চেয়ে উন্নত হয়। নিজেকে “হাজী সাহেব” হিসেবে প্রচার বা অহংকার থেকে বিরত থাকুন এবং ইবাদতের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

অধ্যায় ১৬

নারীদের জন্য বিশেষ মাসআলা

হায়েজ ও নেফাস

- হায়েজ অবস্থায় ইহরাম বাঁধা যায় এবং হজের সব কাজ করা যায় (আরাফা, মুযদালিফা, মিনা, কংকর নিক্ষেপ), শুধু পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করা যাবে না। [বুখারী ৩০৫; মুসলিম ১২১১]
- **তামাত্তুর উমরাহর সময় হায়েজ শুরু হলে** এবং ৮ জিলহজের আগে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে: আয়েশা (রা.)-এর ঘটনার আলোকে উমরাহর সাথে হজের ইহরাম যুক্ত করে কিরান হজকারী হয়ে যাওয়ার মত অধিকাংশ আলেমের। [মুসলিম ১২১১] হানাফি মতে উমরাহ ছেড়ে দিয়ে হজের ইহরাম বাঁধবেন এবং পরে উমরাহর কাজা ও দম দেবেন। এ বিষয়ে অবশ্যই দলের আলেমের পরামর্শ নিন।
- **তাওয়াফে ইফাদার সময় হায়েজ থাকলে:** পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। দেশে ফেরার ফ্লাইটের আগে পবিত্র না হওয়ার আশঙ্কা থাকলে আগেই আলেম ও এজেন্সির সাথে কথা বলুন। এটি জটিল মাসআলা।
- চিকিৎসকের পরামর্শে হায়েজ পিছিয়ে দেওয়ার ওষুধ সেবন অনেক আলেমের মতে জায়েজ।
- বিদায়ী তাওয়াফ হায়েজগ্রস্ত নারীর জন্য মাফ। [বুখারী ১৭৫৫]

অন্যান্য বিষয়

- তালবিয়া নিচু স্বরে; রমল, ইযতিবা ও সবুজ বাতির মাঝে দৌড়ানো নেই।
- মুযদালিফা থেকে মধ্যরাতের পর চলে যাওয়ার অনুমতি আছে। [বুখারী ১৬৮১; মুসলিম ১২৯০]
- মাথা মুণ্ডন নয়, চুলের অগ্রভাগ কাটা।
- **মাহরাম:** হানাফিসহ অনেক মাযহাবে নারীর হজ সফরে স্বামী বা মাহরাম থাকা হজ ফরজ হওয়ার শর্ত বা আদায়ের শর্ত। অন্যদিকে শাফেয়ি ও মালিকি মাযহাবে ফরজ হজের জন্য নির্ভরযোগ্য নারীদের দলের সাথে যাওয়ার অবকাশ আছে। সৌদি ও বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম আলাদা বিষয়; এজেন্সি থেকে জানুন এবং শরয়ি সিদ্ধান্তের জন্য আলেমের পরামর্শ নিন।
- ইদ্দত পালনরত নারী (স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর) ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত হজের সফরে বের হবেন না (অধিকাংশ আলেমের মত)।

অধ্যায় ১৭

মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারত

মদিনা যিয়ারত হজের অংশ নয় এবং হজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তও নয়। তবে মসজিদে নববীতে নামাজের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নাত। [বুখারী ১১৮৯; মুসলিম ১৩৯৭] বাংলাদেশি হজযাত্রীরা সাধারণত হজের আগে বা পরে প্রায় ৮ দিন মদিনায় থাকেন (প্যাকেজভেদে ভিন্ন হতে পারে)।

- মসজিদে নববীতে এক নামাজ অন্য মসজিদের (মসজিদুল হারাম ছাড়া) এক হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম। [বুখারী ১১৯০; মুসলিম ১৩৯৪]
- রওজা (রিয়াদুল জান্নাহ): ঘর ও মিম্বারের মাঝের স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি। [বুখারী ১১৯৬; মুসলিম ১৩৯১] নুসুক অ্যাপে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়।
- রাসূল ﷺ, আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-কে আদবের সাথে নিচু স্বরে সালাম দিন; দোয়ার সময় কিবলামুখী হোন; কবরের দেয়াল স্পর্শ বা চুম্বন করবেন না।
- মসজিদে কুবা: রাসূল ﷺ প্রতি শনিবার কুবায় যেতেন। [বুখারী ১১৯৩; মুসলিম ১৩৯৯] কুবায় নামাজ পড়লে উমরাহর সওয়াব মর্মে হাদীস। [ইবনে মাজাহ ১৪১২]
- জান্নাতুল বাকী ও উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত; কবর যিয়ারতের দোয়া। [মুসলিম ৯৭৫]

চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ প্রসঙ্গে

মসজিদে নববীতে একটানা চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার ফজিলত সংক্রান্ত হাদীসটি (মুসনাদে আহমদ) অনেক মুহাদ্দিসের মতে দুর্বল। এটি পড়তে পারলে ভালো, কিন্তু একে বাধ্যতামূলক মনে করে নিজেকে কষ্টে ফেলবেন না, আর ছুটে গেলে হজের কোনো ক্ষতি হয় না।

অধ্যায় ১৮

যিয়ারত ও দর্শনীয় স্থান: চিত্রসহ বিবরণ

মক্কা ও মদিনায় অনেক ঐতিহাসিক স্থান আছে। এর মধ্যে কিছু স্থানের শরয়ি ফজিলত সহীহ দলিলে প্রমাণিত (যেমন মসজিদে নববী, মসজিদে কুবা), আর কিছু শুধু ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় গুরুত্ব বহন করে। প্রতিটি স্থানের পাশে কোনটি কোন শ্রেণির তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

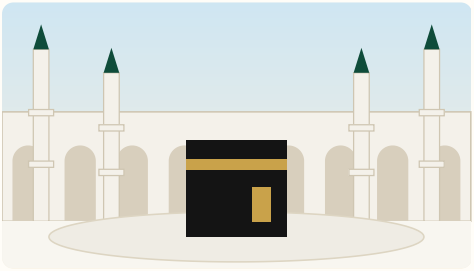
চিত্র সম্পর্কে

এই বইয়ের চিত্রগুলো স্থানগুলোর সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য আঁকা প্রতীকী ছবি, হুবহু আলোকচিত্র নয়। আসল রূপ দেখতে নির্ভরযোগ্য উৎসের ছবি দেখুন।

যিয়ারতের সাধারণ আদব

- কোনো স্থান, পাথর, দেয়াল বা গাছ থেকে বরকতের উদ্দেশ্যে স্পর্শ, চুম্বন বা কিছু সংগ্রহ করবেন না।
- দোয়া শুধু আল্লাহর কাছে; কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
- ঐতিহাসিক স্থান দেখা হজ বা উমরাহর অংশ নয়; এর জন্য ফরজ নামাজের জামাত বা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম বাদ দেবেন না।
- বেশিরভাগ যিয়ারত ট্যুর এজেন্সি বা স্থানীয় পরিবহনের মাধ্যমে হয়; ভাড়া আগে ঠিক করে নিন।

মক্কা মুকাররমা



মসজিদুল হারাম ও কাবা শরীফ শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

পৃথিবীর প্রথম ইবাদতগৃহ ও মুসলমানদের কিবলা। এখানেই তাওয়াফ, মাকামে ইবরাহীম, জমজম কূপ এবং সাফা-মারওয়া অবস্থিত। কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষের জন্য প্রথম যে ঘর স্থাপিত হয়েছিল তা মক্কায় [সূরা আলে ইমরান ৩:৯৬]।

শরয়ি ফজিলত: এখানে এক নামাজ অন্য মসজিদের এক লক্ষ নামাজের চেয়ে উত্তম মর্মে হাদীস [ইবনে মাজাহ ১৪০৬]। সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফরযোগ্য তিন মসজিদের একটি [বুখারী ১১৮৯]।



জাবালে নূর ও হেরা গুহা

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

جَبَلُ النُّورِ · غَارُ حِرَاءٍ

মক্কার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পাহাড়। এর চূড়ার কাছে হেরা গুহায় নবুওয়াতের আগে রাসূল ﷺ নির্জনে ইবাদত করতেন এবং এখানেই প্রথম ওহী (সূরা আলাকের প্রথম আয়াতগুলো) নাজিল হয় [বুখারী ৩]। চূড়ায় উঠতে খাড়া পথ ও সিঁড়ি বেয়ে বেশ সময় লাগে।

ঐতিহাসিক স্থান: পাহাড়ে ওঠা বা গুহায় নামাজ পড়া হজ-উমরাহর অংশ নয় এবং এর বিশেষ সওয়াব সহীহ দলিলে প্রমাণিত নয়। বয়স্ক ও অসুস্থরা না ওঠাই ভালো।



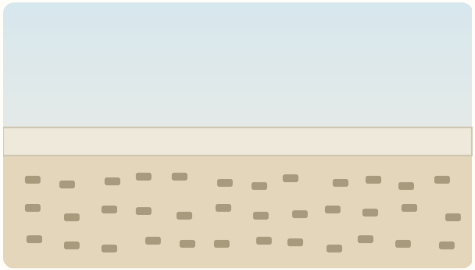
জাবালে সাওর ও সাওর গুহা

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

جَبَلُ ثَوْرٍ

মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত পাহাড়। হিজরতের সময় রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা.) এই গুহায় তিন রাত আত্মগোপন করেছিলেন [বুখারী ৩৯০৫]। কুরআনে এ ঘটনার উল্লেখ আছে [সূরা তাওবা ৯:৪০]।

ঐতিহাসিক স্থান: শিক্ষা ও স্মরণের জন্য দেখা যায়; বিশেষ কোনো আমল নির্ধারিত নেই।



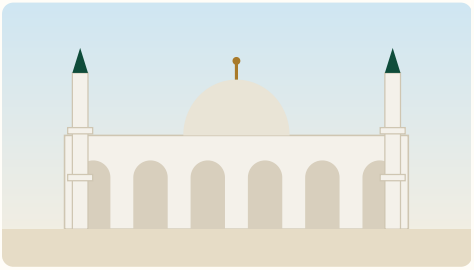
জান্নাতুল মুআল্লা

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

مَقْبَرَةُ الْمَعْلَاةِ

মক্কার প্রাচীন কবরস্থান, মসজিদুল হারাম থেকে অল্প দূরে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রা.)সহ রাসূল ﷺ-এর পরিবারের কয়েকজন সদস্য এখানে সমাহিত।

আমল: অন্যান্য কবরস্থানের মতোই সালাম ও কবর যিয়ারতের দোয়া [মুসলিম ৯৭৫]। কবরে হাত বুলানো বা কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকুন।



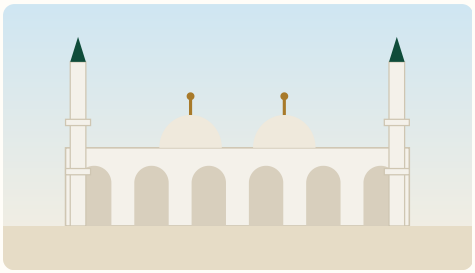
মসজিদে আয়েশা (তানঈম)

শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مَسْجِدُ عَائِشَةَ · التَّنْعِيمُ

হারামের সীমানার বাইরে মসজিদুল হারামের সবচেয়ে কাছের হিল্ল এলাকা। রাসূল ﷺ আয়েশা (রা.)-কে এখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করিয়েছিলেন [মুসলিম ১২১১]।

ব্যবহার: মক্কায় অবস্থানরত ব্যক্তি নতুন উমরাহর জন্য এখান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারেন।



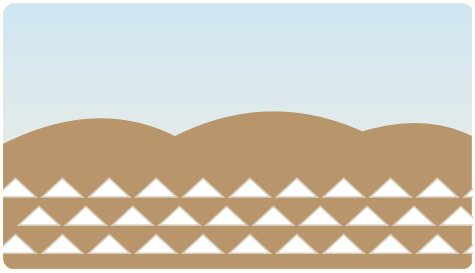
জিরানা মসজিদ শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مَسْجِدُ الْجِعْرَانَةِ

মক্কার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ জিরানা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করেছিলেন; তাঁর চারটি উমরাহর একটি এটি [বুখারী ১৭৭৮]।

ব্যবহার: হিল্ল এলাকা হিসেবে এখান থেকেও উমরাহর ইহরাম বাঁধা যায়।

হজের পবিত্র স্থানসমূহ (মাশাইর)



মিনা ও মসজিদে খাইফ শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مِنًى · مَسْجِدُ الْخَيْفِ

মক্কা ও মুযদালিফার মাঝে অবস্থিত উপত্যকা, হজের সময় হাজার হাজার তাঁবুতে ভরে ওঠে। এখানে তিনটি জামরা (কংকর নিক্ষেপের স্থান) অবস্থিত। মসজিদে খাইফ ছোট জামরার কাছে মিনার প্রধান মসজিদ। রাসূল ﷺ বলেছেন, পুরো মিনা কুরবানির স্থান [মুসলিম ১২১৮]।

হজের স্থান: ৮, ১১, ১২ (ও ১৩) জিলহজ এখানে অবস্থান।

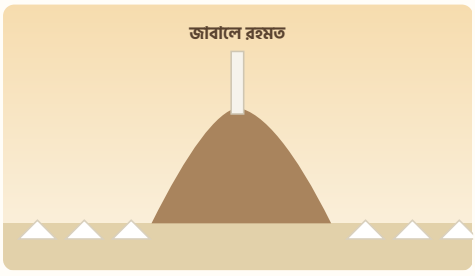


মুযদালিফা ও মাশআরুল হারাম শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مُزْدَلِفَةُ · الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ

মিনা ও আরাফার মাঝে খোলা প্রান্তর। আরাফা থেকে ফিরে এখানে রাত কাটানো হয়। কুরআনে মাশআরুল হারামের কাছে আল্লাহর যিকিরের নির্দেশ আছে [সূরা বাকারা ২:১৯৮]। রাসূল ﷺ বলেছেন, পুরো মুযদালিফাই অবস্থানস্থল [মুসলিম ১২১৮]।

হজের স্থান: ৯ জিলহজ রাত (১০ তারিখের রাত)।

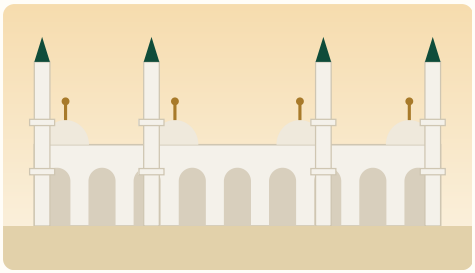


আরাফা ও জাবালে রহমত শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

عَرَفَاتٌ · جَبَلُ الرَّحْمَةِ

হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, মক্কা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পূর্বে (আনুমানিক)। মাঝখানে ছোট একটি পাহাড় আছে, যাকে লোকমুখে জাবালে রহমত বলা হয়। রাসূল ﷺ এই পাহাড়ের পাদদেশের পাথরগুলোর কাছে উকূফ করেছিলেন এবং বলেছিলেন পুরো আরাফাই অবস্থানস্থল [মুসলিম ১২১৮]।

সতর্কতা: পাহাড়ে ওঠা জরুরি নয় এবং এর আলাদা ফজিলত প্রমাণিত নয়। ভিড়ে ওঠা বিপজ্জনক হতে পারে।



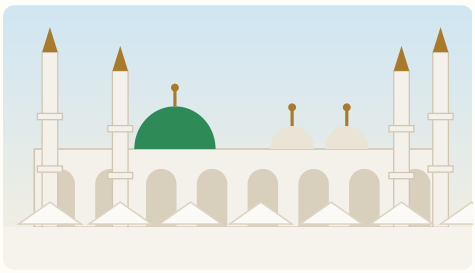
মসজিদে নামিরা শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مَسْجِدُ نَمِرَة

আরাফার পশ্চিম প্রান্তে বিশাল মসজিদ, যেখানে ৯ জিলহজ হজের খুতবা দেওয়া হয় এবং যোহর-আসর একসাথে আদায় করা হয়।

জরুরি সতর্কতা: এই মসজিদের সামনের (পশ্চিম) অংশ আরাফার সীমানার বাইরে উরানা উপত্যকায় পড়ে বলে আলেমরা জানিয়েছেন; মসজিদের ভেতরে সীমানা নির্দেশক চিহ্ন আছে। উকূফের সময় আরাফার সীমানার ভেতরে থাকা নিশ্চিত করুন।

মদিনা মুনাওয়ারা

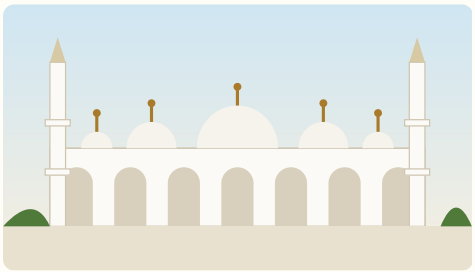


মসজিদে নববী ও রওজা শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ

হিজরতের পর রাসূল ﷺ নিজে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। সবুজ গম্বুজের নিচে তাঁর কবর এবং পাশে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর কবর। ঘর ও মিম্বারের মাঝের অংশ “রিয়াদুল জান্নাহ” (জান্নাতের বাগান) [বুখারী ১১৯৬; মুসলিম ১৩৯১]।

শরয়ি ফজিলত: এখানে এক নামাজ অন্য মসজিদের এক হাজার নামাজের চেয়ে উত্তম (মসজিদুল হারাম ছাড়া) [বুখারী ১১৯০; মুসলিম ১৩৯৪]। রওজায় নামাজের জন্য নুসুক অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে।

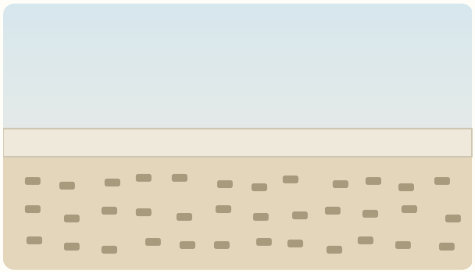


মসজিদে কুবা শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

مَسْجِدُ قُبَاءٍ

মদিনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, এটি সেই মসজিদ বলে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রতি শনিবার হেঁটে বা বাহনে করে এখানে আসতেন [বুখারী ১১৯৩; মুসলিম ১৩৯৯]।

শরয়ি ফজিলত: ঘর থেকে পবিত্র হয়ে এসে এখানে নামাজ পড়লে উমরাহর সওয়াব মর্মে হাদীস [ইবনে মাজাহ ১৪১২]।



জান্নাতুল বাকী শরয়ি গুরুত্বপূর্ণ

بَقِيعُ الْغَرْقَدِ

মসজিদে নববীর পূর্ব পাশে মদিনার প্রধান কবরস্থান। উসমান (রা.)সহ বহু সাহাবি, উম্মাহাতুল মুমিনীন ও আহলে বাইতের সদস্য এখানে সমাহিত বলে প্রসিদ্ধ। রাসূল ﷺ রাতে বাকীতে গিয়ে কবরবাসীর জন্য দোয়া করতেন [মুসলিম ৯৭৪]।

আমল: কবর যিয়ারতের দোয়া [মুসলিম ৯৭৫]। সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ে শুধু পুরুষদের প্রবেশের অনুমতি থাকে; সময় স্থানীয়ভাবে জেনে নিন।



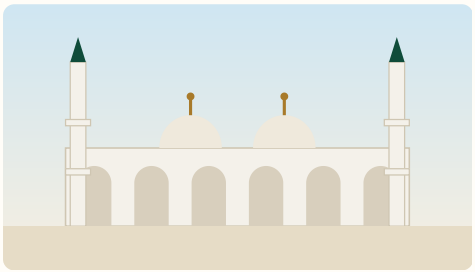
উহুদ পাহাড় ও শুহাদা কবরস্থান

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

جَبَلُ أُحُدٍ

মদিনার উত্তরে লালচে বড় পাহাড়। হিজরি তৃতীয় সালে এখানে উহুদের যুদ্ধ হয়। রাসূল ﷺ-এর চাচা হামযা (রা.)সহ শহীদদের কবর এখানে। সামনের ছোট টিলা জাবালে রুমাত (তীরন্দাজদের পাহাড়) নামে পরিচিত। রাসূল ﷺ উহুদ সম্পর্কে বলেছেন, এটি এমন পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও একে ভালোবাসি (সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত)।

আমল: শহীদদের কবর যিয়ারত ও দোয়া; যুদ্ধের শিক্ষা স্মরণ।



মসজিদে কিবলাতাইন

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

مَسْجِدُ الْقِبْلَتَيْنِ

“দুই কিবলার মসজিদ”। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এই মসজিদে নামাজ চলাকালীন কিবলা বাইতুল মাকদিস থেকে কাবার দিকে পরিবর্তনের নির্দেশ পৌঁছেছিল। কিবলা পরিবর্তনের আয়াত [সূরা বাকারা ২:১৪৪]।

ঐতিহাসিক স্থান: এখানে নামাজের বিশেষ ফজিলত সহীহ দলিলে প্রমাণিত নয়।



খন্দক এলাকা ও মসজিদে ফাতহ

ঐতিহাসিক / শিক্ষণীয়

اَلْخَنْدَقُ · مَسْجِدُ الْفَتْحِ

হিজরি পঞ্চম সালে খন্দকের (আহযাবের) যুদ্ধে মদিনা রক্ষায় পরিখা খনন করা হয়েছিল এই এলাকায়। এখানে কয়েকটি ছোট মসজিদ আছে, যেগুলোকে একত্রে “সাত মসজিদ” বলা হয়।

ঐতিহাসিক স্থান: এসব মসজিদে বিশেষ নামাজ বা ক্রমানুসারে ঘোরার কোনো সহীহ দলিল নেই।

অধ্যায় ১৯

স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সাধারণ ভুলত্রুটি

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

- **গরম:** মে মাসে মক্কা-মিনা-আরাফায় তীব্র গরম থাকে বলে আশা করা যায়। ছাতা ব্যবহার করুন, প্রচুর পানি পান করুন, দুপুরে রোদে চলাচল এড়িয়ে চলুন। হিটস্ট্রোকের লক্ষণ (মাথা ঘোরা, বমিভাব, অতিরিক্ত দুর্বলতা, বিভ্রান্তি) দেখা দিলে দ্রুত ছায়ায় নিয়ে চিকিৎসা নিন।
- **হাঁটা:** হজে প্রতিদিন অনেক কিলোমিটার হাঁটতে হতে পারে। দেশ থেকেই নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করুন।
- **দীর্ঘমেয়াদি রোগ:** ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে ও প্রেসক্রিপশনসহ সাথে নিন।
- **হারিয়ে গেলে:** হজ আইডি কার্ড, তাঁবুর নম্বর ও এজেন্সির ফোন নম্বর সবসময় সাথে রাখুন। বাংলাদেশ হজ মিশনের ডেস্ক/অফিসের তথ্য এজেন্সি থেকে জেনে রাখুন।
- **টাকা-পয়সা:** অল্প নগদ সাথে রাখুন; পকেটমার থেকে সাবধান।

সাধারণ ভুলত্রুটি

ভুল	সঠিক পদ্ধতি
আরাফার সীমানার বাইরে (যেমন উরানা উপত্যকায়) অবস্থান	সীমানা চিহ্ন দেখে নিশ্চিত হোন; ভুল জায়গায় অবস্থানে হজ হয় না।
সূর্যাস্তের আগে আরাফা ত্যাগ	সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকুন (হানাফি মতে ওয়াজিব)।
জাবালে রহমতে ওঠা জরুরি মনে করা	পুরো আরাফাই অবস্থানস্থল; পাহাড়ে ওঠার আলাদা ফজিলত প্রমাণিত নয়।
আরাফায় সময় গল্প বা মোবাইলে কাটানো	বছরের শ্রেষ্ঠ দিনের প্রতিটি মুহূর্ত দোয়ায় কাটান।
মুযদালিফায় পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় মাগরিব পড়া	মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব-ইশা একসাথে (মধ্যরাতের আশঙ্কা না থাকলে)।
১১–১৩ তারিখে যাওয়ালের আগে কংকর মারা	যোহরের ওয়াক্ত শুরুর পর মারুন।
জামরাগুলোর ক্রম উল্টানো	ছোট → মধ্যম → বড়।
সুস্থ থেকেও অন্যকে দিয়ে কংকর মারানো	প্রতিনিধি শুধু অক্ষম/অসুস্থদের জন্য।
কুরবানির আগেই মাথা মুণ্ডন (হানাফি হজযাত্রী)	কুরবানি সম্পন্ন হওয়ার খবর নিশ্চিত হয়ে মুণ্ডন করুন।
বিদায়ী তাওয়াফের পর মক্কায় দীর্ঘদিন থাকা	বিদায়ী তাওয়াফ যাত্রার ঠিক আগে করুন।
অনুমতি ছাড়া হজ করার চেষ্টা	সৌদি আইনে কঠোর শাস্তি; বৈধ হজ ভিসা ও পারমিট নিয়েই যান।

অধ্যায় ২০

গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ (এক জায়গায়)

১. তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

বুখারী ১৫৪৯; মুসলিম ১১৮৪

২. সফরে বাহনে চড়ার দোয়া (কুরআনের আয়াত)

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

অর্থ: পবিত্র সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের বশীভূত করেছেন, অথচ আমরা একে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের দিকে ফিরে যাব।

সূরা যুখরুফ ৪৩:১৩–১৪; সফরের দোয়ায় এর ব্যবহার: মুসলিম ১৩৪২

৩. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়া

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ — اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। — হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

মুসলিম ৭১৩

৪. রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

সূরা বাকারা ২:২০১; আবু দাউদ ১৮৯২

৫. সাফা ও মারওয়ায়

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ — لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

মুসলিম ১২১৮

৬. আরাফার দিন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তিরমিযী ৩৫৮৫

৭. কুরআনের কিছু ব্যাপক দোয়া (যেকোনো স্থানে পড়ার জন্য)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। … আর আমাদের তাওবা কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

সূরা বাকারা ২:১২৭–১২৮ (কাবা নির্মাণকালে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর দোয়া)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো ও দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

সূরা আরাফ ৭:২৩

৮. কুরবানির পশু জবাই

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

মুসলিম ১৯৬৬

অধ্যায় ২১

তথ্যসূত্র

প্রাথমিক সূত্র

- আল-কুরআনুল কারীম: সূরা আল-বাকারা ২:১২৫, ১২৭–১২৮, ১৫৮, ১৯৬–২০৩; সূরা আলে ইমরান ৩:৯৭; সূরা আল-মায়িদা ৫:৯৫; সূরা আল-আরাফ ৭:২৩; সূরা আল-হজ ২২:২৭–২৯; সূরা আয-যুখরুফ ৪৩:১৩–১৪।
- সহীহ আল-বুখারী (কিতাবুল হাজ্জ ও সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)।
- সহীহ মুসলিম, বিশেষত হাদীস ১২১৮: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর বিদায় হজের পূর্ণ বিবরণ।
- সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

ফিকহ ও মানাসিক গ্রন্থ

- হানাফি: *আল-হিদায়া* (বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী); *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার* (ইবনে আবেদীন); *আল-মাসলাকুল মুতাকাসসিত ফিল মানসাকিল মুতাওয়াসসিত* (মোল্লা আলী আল-কারী)।
- *আল-মুগনী* (ইবনে কুদামা, হাম্বলি); *আল-মাজমূ* (ইমাম নববী, শাফেয়ি) — মাযহাবভিত্তিক তুলনার জন্য।
- শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায: *আত-তাহকীক ওয়াল ঈযাহ লি-কাসীরিন মিন মাসাইলিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ*।
- শায়খ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী: *মানাসিকুল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ*; শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমীন: *সিফাতুল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ*।
- বাংলাদেশ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত হজ গাইড ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী (সর্বশেষ সংস্করণ)।

দাপ্তরিক তথ্যের জন্য

- বাংলাদেশ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় / হজ পোর্টাল (প্রচলিত ঠিকানা hajj.gov.bd; ঠিকানা পরিবর্তন হলে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখুন)
- নুসুক প্ল্যাটফর্ম: nusuk.sa; সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়: haj.gov.sa
- সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হজ স্বাস্থ্য নির্দেশিকা: moh.gov.sa
- হাদীস মিলিয়ে দেখার জন্য: sunnah.com

এই সংস্করণে ব্যবহৃত সাম্প্রতিক সংবাদসূত্র

- The Business Standard, Bangladesh Monitor, Daily Observer (জুন ২০২৬): হজ ২০২৭ রোডম্যাপ।
- Dhaka Tribune, Prothom Alo English, The Financial Express (জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৬): নিবন্ধনের সময়সীমা, কোটা ৭৮,৫০০, প্যাকেজ মূল্য, পাসপোর্টের শর্ত।
- Marhaba Qatar (২০২৬): অনুমতি ছাড়া হজের শাস্তি সংক্রান্ত সৌদি মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি।
- Gulf News, UK TravelHealthPro: মেনিনজাইটিস টিকা সংক্রান্ত সৌদি নির্দেশনা।

শেষ কথা

হজ একটি জটিল ইবাদত এবং এর অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই বইয়ের হাদীস নম্বর ও মাসআলাগুলো যথাসাধ্য সতর্কতার সাথে দেওয়া, তবে আমি প্রতিটি তথ্য নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারি না। ছাপানো বা বিতরণের আগে একজন আলেম দিয়ে বইটি যাচাই করিয়ে নিন, এবং হজের সময় দলের আলেম/মুয়াল্লিমের নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا

আল্লাহ আপনার হজকে মাবরুর, প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য ও গুনাহকে ক্ষমা করুন।